

# হিন্দুধর্ম শিক্ষা

## তৃতীয় শ্রেণি

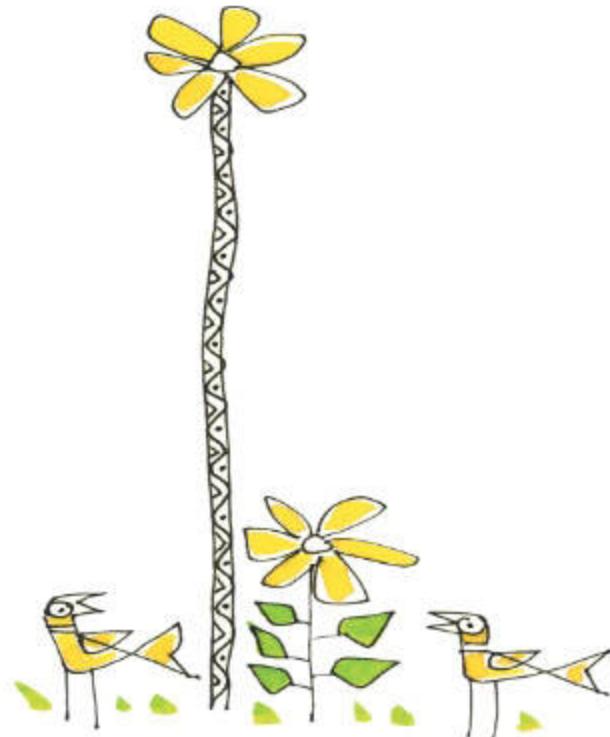


জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলিপে নির্ধারিত

# হিন্দুধর্ম শিক্ষা

## তৃতীয় শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

## কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস

প্রফেসর ড. অসীম সরকার

জয়দীপ দে

অর্চনা সাহা

তিথি বালা

কেওয়া বালা

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান

ছবি ও অলংকরণ

সজীব সেন

প্রথম মুদ্রণ: অক্টোবর ২০২৩

পরিমার্জিত সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির  
আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমূল্যী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্গ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যাতে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমষ্টিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমূল্যী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগিতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাথমিক দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতৃহল এবং ধারণাক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুল্যী ও ক্লাস্টিক করা না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঞ্চিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

ধর্ম মানুষের আবেগীয় এবং সুন্দর অনুভূতির একটি আবশ্যিকীয় বিষয়। একজন আদর্শ মানুষ ও আদর্শ নাগরিক গঠনে এবং বিশ্বভাত্তবোধ জাহ্নত করতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের চারটি প্রধান ধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্ম একটি। হিন্দুধর্মাবলম্বী শিশু শিক্ষার্থীরা তাদের ধর্মশিক্ষার মধ্য দিয়ে যেমন নিজধর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে তেমনি এই ধর্মের মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সবাইকে ভালোবাসতে সচেষ্ট হবে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যীরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্যে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্তুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ. কে. এম. রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

## সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
<b>প্রথম অধ্যায়</b>		
প্রথম পরিচেদ	স্নষ্টা ও সৃষ্টি এবং উপাসনা ও প্রার্থনা	০১
দ্বিতীয় পরিচেদ	সর্বশক্তিমান ঈশ্বর	০৫
তৃতীয় পরিচেদ	ঈশ্বরকে ভালোবাসা	০৯
চতুর্থ পরিচেদ	উপাসনা ও প্রার্থনা	১২
<b>দ্বিতীয় অধ্যায়</b>	<b>আদর্শ জীবনচরিত</b>	
প্রথম পরিচেদ	ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব	১৭
দ্বিতীয় পরিচেদ	জীবনাদর্শ অনুসরণ	২৬
<b>তৃতীয় অধ্যায়</b>	<b>নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি</b>	
প্রথম পরিচেদ	মানবিকতা	৩০
দ্বিতীয় পরিচেদ	পরোপকার	৩৩
তৃতীয় পরিচেদ	ন্যায়-অন্যায়	৩৭
চতুর্থ পরিচেদ	সকলের তরে সকলে আমরা	৪০
<b>চতুর্থ অধ্যায়</b>	<b>ধর্মগ্রন্থ, পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান</b>	
প্রথম পরিচেদ	হিন্দুধর্মগ্রন্থ	৪৪
দ্বিতীয় পরিচেদ	দেব-দেবী	৫৩
তৃতীয় পরিচেদ	পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব	৫৮
চতুর্থ পরিচেদ	অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ	৬২
পঞ্চম পরিচেদ	শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান	৬৫
<b>পঞ্চম অধ্যায়</b>	<b>প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং দেশপ্রেম</b>	
প্রথম পরিচেদ	মানুষ, প্রকৃতি ও জীব	৭১
দ্বিতীয় পরিচেদ	প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয়	৭৬
তৃতীয় পরিচেদ	জীবসেবা	৮০
চতুর্থ পরিচেদ	দেশপ্রেম	৮৪
পঞ্চম পরিচেদ	এসো দেশকে ভালোবাসি	৮৭

প্রথম অধ্যায়

# স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং উপাসনা ও প্রার্থনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

## স্রষ্টা ও সৃষ্টি



প্রাকৃতিক দৃশ্য

ছবিটিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ? লেখো:

## হিন্দুধর্ম শিক্ষা

সুন্দর আমাদের এ পৃথিবী। এখানে আমরা থাকি। যেদিকে তাকাই সেদিকেই সুন্দর। সুন্দর আর সুন্দর। এই সুন্দরের নানা রূপ। এখানে রয়েছে নানা ধরনের গাছ-লতা-পাতা। রয়েছে জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ। পৃথিবীর কোথাও রয়েছে বনভূমি। কোথাও উঁচু পাহাড়-পর্বত। কোথাও সমভূমি। কোথাও বিশাল জলরাশি, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর। কোথাও রয়েছে সবুজ শস্যক্ষেত্র। আবার কোথাও বালুকাময় ধূ-ধূ মরুভূমি। গাছে-গাছে জানা-অজানা ফুল-ফল। ডালে-ডালে পাখি। শোনা যায় পাখির কল-কাকলি। আমাদের মাথার উপরে রয়েছে সুনীল আকাশ। যার কোনো সীমা নেই। আকাশে দেখা যায় চন্দ্ৰ-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র।



বলতে পারো এসব কে সৃষ্টি করেছেন? তাঁর নাম লেখো:

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এ পৃথিবী। এ সৌন্দর্যময় প্রকৃতি একদিনে হয়নি। এ পৃথিবীও হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আজকের এ সুন্দর পৃথিবী। এ সমস্ত সৃষ্টির মূলে রয়েছেন একজন মহান প্রষ্ঠা।

প্রষ্ঠার রয়েছে অনেক নাম। বিভিন্ন ধর্মে প্রষ্ঠাকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। হিন্দুধর্মে প্রষ্ঠাকে ঈশ্বর বলা হয়। পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, হরি, ভগবান প্রভুতি নামেও তাঁকে ডাকা হয়। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা তাঁকে বলে ঈশ্বর বা গড়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা তাঁকে আল্লাহ নামে ডাকে। বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের অনুশাসন মেনে চলে।

বিভিন্ন ভাষায় ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম রয়েছে। ঈশ্বরকে ইংরেজিতে গড় বলা হয়। আরবিতে বলা হয় আল্লাহ। ফারসি ভাষায় বলা হয় খোদা।

একই জলকে যেমন কেউ বলে পানি, কেউ বলে ওয়াটার, তেমনি একই ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়।



এসো নিচের ঘরটি পূরণ করি:

ধর্ম	প্রষ্ঠার নাম
১. হিন্দু	
২. ইসলাম	
৩. খ্রীষ্ট	



খালি ঘরে লেখো:

বাংলা

ইংরেজি

আরবি

ফারসি

উৎসুর



মনের মতো একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকো:

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. প্রাকৃতিক ----- পরিপূর্ণ এই পৃথিবী।
২. আকাশে দেখা যায় ----- , গ্রহ-নক্ষত্র।
৩. হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে ----- বলা হয়।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১। সুন্দর আমাদের	পাখি।
২। ডালে ডালে	ঈশ্বর বলা হয়।
৩। স্রষ্টার রয়েছে	এ পৃথিবী।
৪। হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে	গৌতম বুদ্ধ।
৫। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে	অনেক নাম।
	পরিপূর্ণ এ পৃথিবী।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

## १. आकाशे की देखा याय?

କ. ଶ୍ରୀ

গ. পৰ্বত

৪৩

४८

২. আমাদের মাথার উপরে কী রয়েছে?

ক. শস্যফের

গ. সমভূমি

১৫

ঘ. আকাশ

৩. সমন্ত সৃষ্টির ঘূলে কে রয়েছেন?

ক. কার্তিক

ଗ. ଶ୍ରୀ

৪৫. গণেশ

ঘ. সর্বস্তী

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

### ১. আমাদের এই গ্রথিবী কেমন?

২. বৌদ্ধরা কার অনুশাসন মেনে চলে?

৩. ইংরেজিতে ঈশ্বরকে কী বলা হয়?

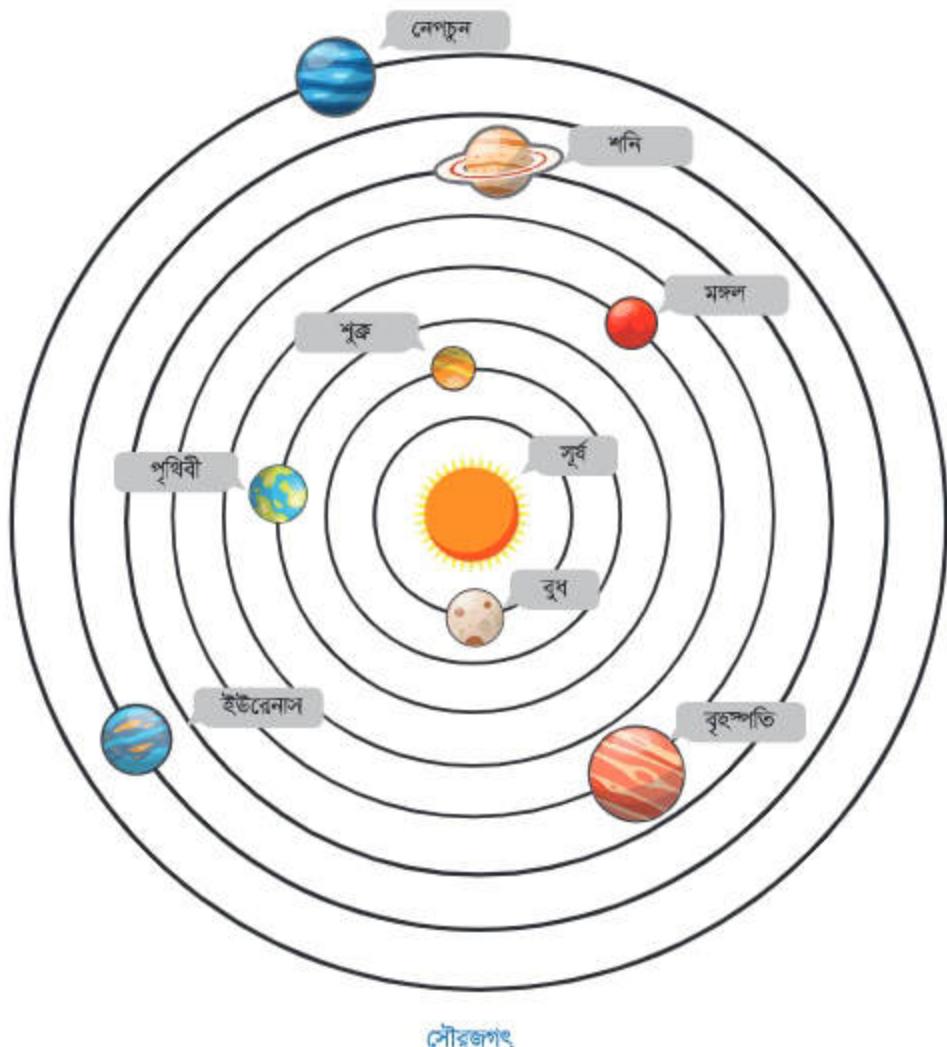
#### ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

## ১. পৃথিবীতে কী কী রয়েছে?

২. স্রষ্টাকে যেসব নামে ঢাকা হয় তা লেখো।

৩. ঈশ্বর সবকিছুর স্মষ্টা- ব্যাখ্যা করো ।

## দ্বিতীয় পরিচেছন সর্বশক্তিমান দ্রব্য



উপরের ছবিটি দেখে তোমরা শ্রেণিতে একটি সৌরজগৎ সৃষ্টি করো। তোমাদের মধ্যে একজন বক্তু সূর্য ও অন্যরা এক একজন গ্রহ হবে। ছবির মতো করে যার ঘার জায়গায় দাঁড়াও। যে যে-গ্রহের ভূমিকায় অভিনয় করবে সেই গ্রহের নাম বলো।



এই সৌরজগৎ কে সৃষ্টি করেছেন?

ଦୈଶ୍ୱର ସକଳ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ । ତିନି ଜଗତେର ସକଳ ଜୀବଗାୟ ରଖେଛେ । ତିନି ଶୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କରେନନ୍ତି । ପୃଥିବୀତେ ଯା କିଛୁ ଆହେ ସବହି ତାଁର ସୃଷ୍ଟି । ପୃଥିବୀର ବାହିରେ ରଖେଛେ ବିଶାଲ ଏକ ଜଗତ । ଏକେ ମହାବିଶ୍ୱ ବଳା ହୁଏ । ସେ ସବେର ଶ୍ରଷ୍ଟାଓ ତିନି ।

ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠେ ଆର ସନ୍ଧାୟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ପୃଥିବୀ ଘୋରେ । ଶୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀ ନୟ, ଘୁରାଇଁ ଅନେକ ଗ୍ରେ-ଉପଗ୍ରେହ । ଏସବ ନିଯେ ସୌରଜଗତ ଗଠିତ । ପୃଥିବୀ ସୌରଜଗତେର ଏକଟି ଗ୍ରେ । ଏ ମହାବିଶ୍ୱର ସବକିଛୁ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ମେନେ ଚଲେ । ଏ ନିୟମେଇ ଦିନ ଓ ରାତ ହୁଏ । ଖାତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଘଟେ ସବ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟନା । ଏସବ କିଛୁଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦୈଶ୍ୱର ।



ଜାତେର ଆକାଶ

ସମହା ସୃଷ୍ଟିଇ ତାଁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ । ଆମାଦେର ଜଳ୍ମୁ-ମୃତ୍ୟୁ ତାଁରଇ ଦାନ । ଅସୀମ ତାଁର କ୍ଷମତା । ତାଁର କ୍ଷମତାର ବାହିରେ କିଛୁ ନେଇ । ଅନେକ କିଛୁ ଆମାଦେର ଚୋଥେ ପଡ଼େ ନା । ଅନେକ କିଛୁ ଏଥନ୍ତେ ଆମରା ଭାବତେ ପାରିନି । ଦୈଶ୍ୱର ସେ ସବେର ଶ୍ରଷ୍ଟା । ତିନି ସୃଷ୍ଟି କରେନ । ତିନି ପାଲନ କରେନ । ଆବାର ତିନିଇ ଧଂସ କରେନ । ଏଭାବେଇ ତିନି ତାଁର ଶକ୍ତି ଦିଯେ ମହାବିଶ୍ୱକେ ଧାରଣ କରେନ ।



এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও ধারণ করার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে  
একটি চিঠি লেখো:

ପ୍ରିୟ ଅନ୍ଧର,

ହିତ  
ତୋମାର

## ଅନୁଶୀଳନୀ

### ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. পৃথিবী সৌরজগতের ----- ।
  ২. সমগ্র ----- তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ।
  ৩. পৃথিবীর বাইরেও রয়েছে বিশাল এক----- ।

**খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:**

১. ঈশ্বর	সূর্য ওঠে।
২. প্রতিদিন সকালে	একটি গ্রহ।
৩. অসীম	তাঁর ক্ষমতা।
৪. পৃথিবী সৌরজগতের	তাঁর দুর্বলতা।
৫. সূর্যকে কেন্দ্র করে	সকল শক্তির অধিকারী।
	পৃথিবী ঘোরে।

**গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:**

১. প্রতিদিন সন্ধ্যায় কী অন্ত যায়?

- |           |          |
|-----------|----------|
| ক. চন্দ্ৰ | খ. সূর্য |
| গ. পৃথিবী | ঘ. তারা  |

২. মহাবিশ্বের সবকিছু নির্দিষ্ট কী মেনে চলে?

- |         |            |
|---------|------------|
| ক. আইন  | খ. নিয়ম   |
| গ. বিধি | ঘ. নির্দেশ |

৩. কে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন?

- |          |          |
|----------|----------|
| ক. মানুষ | খ. ঈশ্বর |
| গ. দেবতা | ঘ. দৈত্য |

**ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:**

১. মহাবিশ্ব কী?

২. সমগ্র সৃষ্টি ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন- বুঝিয়ে বল।

৩. ঈশ্বর সকল শক্তির অধিকারী।- ব্যাখ্যা করো।

**ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

১. সৌরজগৎ কী কী নিয়ে গঠিত?

২. মহাবিশ্ব কী?

৩. দিন-রাত কীভাবে হয়?

## তৃতীয় পরিচেছন ঈশ্বরকে ভালোবাসা



তুমি কেন ঈশ্বরকে ভালোবাসো? এ সম্পর্কে নিচে তিনটি বাক্য লেখো:

১.

২.

৩.

ঈশ্বর সকল জীবকে সৃষ্টি করেছেন। তাই ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু সকল জীবের মধ্যে তিনি আছেন। আছেন তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে। তিনি আছেন বলেই আমাদের জীবন আছে। প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টি। প্রকৃতিতে আছে আমাদের প্রয়োজন মেটানোর মতো সবকিছু। প্রকৃতিকে নির্ভর করে আমরা বেঁচে থাকি। এভাবে তিনি আমাদের লালন-পালন করেন। তাই আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা তাঁকে শুন্দা করব। বিশ্বাস করব। আমরা তাঁকে ভালোবাসব। ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য আমরা তাঁকে ভক্তি করব।



গাহের পরিচর্যা



ଜୀବେର ସତି ଭାଲୋବାସା

ଈଶ୍ୱର ଆତାକୁଟେ ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ଅବହାନ କରେନ । ଏଜଣ୍ୟ ଆମରା ଜୀବକେ ଭାଲୋବାସର । କାରଣ ଜୀବକେ ଭାଲୋବାସଲେ ଈଶ୍ୱରକେ ଭାଲୋବାସା ହୁଯ । ଆମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବଲେଛେନ-

ଜୀବେ ପ୍ରେମ କରେ ଯେଇ ଜନ,  
ସେଇ ଜନ ସେବିଛେ ଈଶ୍ୱର ।

ତାଇ ଆମରା କୋନୋ ଜୀବକେଇ ଅବହେଲା କରବ ନା । ଜୀବକେ ଅବହେଲା କରଲେ ଈଶ୍ୱରକେ ଅବହେଲା କରା ହୁଯ । ସକଳ ସୃଷ୍ଟିକେ ଭାଲୋବାସଲେ ଈଶ୍ୱରକେ ଭାଲୋବାସା ହୁଯ । ଈଶ୍ୱରେଇ ସେବା କରା ହୁଯ । ଏତେ ତିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହନ । ତିନି ଆମାଦେର ମଙ୍ଗଳ କରେନ । ଏହାଡ଼ା ଉପାସନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେଓ ତାକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାନାତେ ପାରି । ଭାଲୋବାସତେ ପାରି । ଏଭାବେ ଆମରା ଈଶ୍ୱରେର ସହୃଦୀର ଜଣ୍ୟ କାଜ କରବ ।

**ଈଶ୍ୱରକେ ଭାଲୋବାସା ଜାନିଯେ ଉପାସନା ଅଥବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୋ ।**

### ଅନୁଶୀଳନୀ

**କ. ଶୂନ୍ୟଜ୍ଞାନ ପୂରଣ କରୋ:**

୧. ଈଶ୍ୱର ସକଳ ଜୀବକେ ----- କରେଛେ ।
୨. ଈଶ୍ୱର ଓ ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ ----- ।
୩. ଈଶ୍ୱର ----- ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ଅବହାନ କରେନ ।

## খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. আমরা তাঁকে	আমরা বেঁচে থাকি।
২. প্রকৃতিকে নির্ভর করে	অবহেলা করব না।
৩. আমরা কোনো জীবকেই	শ্রদ্ধা করব।
৪. ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য আমরা	কাজ করব।
৫. জীবকে ভালোবাসলে	তাঁকে ভক্তি করব।
	ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক () চিহ্ন দাও:

১. “জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”— কথাটি কে বলেছেন?

ক. মা আনন্দময়ী

খ. প্রভু জগদ্ধন্তু

গ. স্বামী প্রণবানন্দ

ঘ. স্বামী বিবেকানন্দ

২. কে আমাদের লালন-পালন করেন?

ক. ঈশ্বর

খ. কালী

গ. লক্ষ্মী

ঘ. ইন্দ্ৰ

৩. ঈশ্বরের প্রতি আমরা কীরূপ হব?

ক. বিরক্ত

খ. কৃতজ্ঞ

গ. অকৃতজ্ঞ

ঘ. কৃতম্ভ

## ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. ঈশ্বর কোথায় অবস্থান করেন?

২. আমরা কাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করব?

৩. কে আমাদের মঙ্গল করেন?

## ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা বর্ণনা করো।

২. আমরা সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসব কেন?

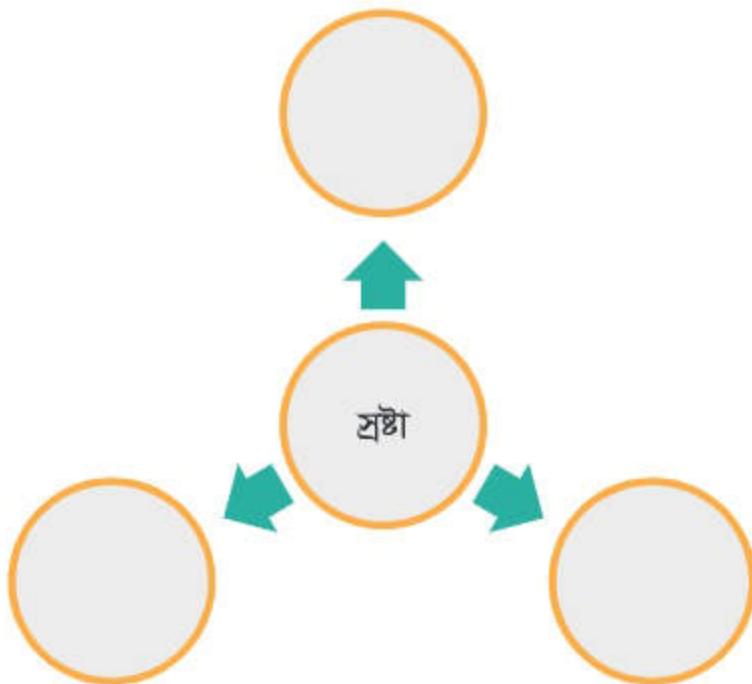
৩. ঈশ্বরের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ কেন?

৪. “জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”— ব্যাখ্যা করো।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ উপাসনা ও প্রার্থনা



স্রষ্টার গুণবাচক কয়েকটি নাম লেখো:



### উপাসনা

ঈশ্বর আছেন। কিন্তু কীভাবে আমরা তাঁকে জানব? কীভাবে তাঁকে উপলব্ধি করব? ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর উপাসনা করতে হবে। উপাসনার অর্থ হলো ঈশ্বরকে শ্মরণ করা। একমনে তাঁকে ডাকা। তাঁর আরাধনা করা। তাঁর গুণকীর্তন, স্তব-স্তুতি, পূজা, ধ্যান, জপ ইত্যাদির মাধ্যমে উপাসনা করা। দয়াময়, কৃপাময়, করুণাময় ইত্যাদি ঈশ্বরের গুণবাচক নাম। বারবার এই নামগুলো উচ্চারণ করব। সুর করে তাঁর নামগান করব। এভাবে উপাসনা করা যেতে পারে। আবার নীরবেও উপাসনা করা যায়। ঈশ্বরকে নিরাকার বা সাকার দুভাবেই উপাসনা করা যায়। সাকার উপাসনায় দেব-দেবীর প্রতিমা বা ছবির সামনে বসতে হয়। পূজা করতে হয়। যজ্ঞ করতে হয়। নিরাকার উপাসনা জপ, ধ্যান, গুণকীর্তনের মাধ্যমে করা হয়। উপাসনা একটি নিত্যকর্ম। প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও সন্ধিয়ায় উপাসনা করতে হয়। উপাসনা করলে



পদ্মাসন



সুখাসন

দেহ-মন পরিত্ব হয়। উপাসনার সময় আমরা দৈশ্বরের প্রশংসা করি। তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। উত্তর বা পূর্ব দিকে ঘূর্খ করে সোজা হয়ে উপাসনায় বসতে হয়। উপাসনায় বিশেষ আসনে বসতে হয়। যেমন পদ্মাসন, সুখাসন। নিয়মিত আসন অভ্যাসে শরীর সুস্থ থাকে।



### সবাই ভক্তি সহকারে বলো:

বিপদে মোরে রক্ষা করো  
এ নহে মোর প্রার্থনা-  
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।  
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে  
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,  
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।  
সহায় মোর না যদি জুটে  
নিজের বল না যেন টুটে,  
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি,  
লভিলে শুধু বধনা।  
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।  
আমারে তুমি করিবে আগ  
এ নহে মোর প্রার্থনা-  
তরিতে পারি শক্তি যেন রয়।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)



ସମବେତ ପ୍ରାର୍ଥନା

## ପ୍ରାର୍ଥନା

ଉପାସନାର ଏକଟି ଦିକ ପ୍ରାର୍ଥନା । ପ୍ରାର୍ଥନା ହଲେ ଦୈଶ୍ୱରେର କାଛେ କିଛୁ ଚାଓଯା । ଦୈଶ୍ୱର ମହାନ । ଆମରା ତାର ସୃଷ୍ଟି । ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ଆମାଦେର ଏକପ ମନୋଭାବ ଥାକା ଉଚିତ । ଭାଲୋ ହେଁଯାର ଜଳ୍ଯ ତାର କାଛେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହୟ । ବଲାତେ ହବେ— “ହେ ଦୈଶ୍ୱର ! ତୁମି ଆମାକେ ଭାଲୋ ପଥେ ନିଯୋ ଯାଓ । କଲ୍ୟାଣେର ପଥ ଦେଖାଓ । ଆଲୋର ପଥ ଦେଖାଓ । ତୁମି ସକଳ ଜୀବେର ମଙ୍ଗଳ କରୋ ।”

ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକା କରା ଯାଇ । ସମବେତଭାବେ କରା ଯାଇ । ନୀରବେ କରା ଯାଇ । ସରବେ କରା ଯାଇ । ସମବେତ ପ୍ରାର୍ଥନାଯ ସବାଇ ଏକାଗ୍ରିତ ହୟ । ଏତେ ସବାର ମଧ୍ୟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଡ଼େ ଓଠେ ।

ପ୍ରାର୍ଥନାଯ ଧୀର-ହିର ହୟେ ବସତେ ହୟ । ହାତ ଜୋଡ଼ କରେ ଦୈଶ୍ୱରକେ ଡାକତେ ହୟ । ଦୈଶ୍ୱରେର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରତେ ହୟ । ନିଜେର ଭାଲୋ ଚାଇତେ ହୟ । ଅନ୍ୟେର ଭାଲୋ ଚାଇତେ ହୟ । ସକଳ ଜୀବେର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରତେ ହୟ । ଦୈଶ୍ୱର ଯେନ ତାର ସକଳ ସୃଷ୍ଟିକେ ଭାଲୋ ରାଖେନ । ସବାଇକେ ବିପଦ ଥେକେ ରକ୍ଷା କରେନ । ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହୟ । କୋଣୋ ଶୁଭ କାଜେର ଶୁଳ୍କରେ କିଂବା ବିପଦେ ପଡ଼ିଲେ ଦୈଶ୍ୱରେର କାଛେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହୟ । ଏଛାଡ଼ା ଯେ କୋଣୋ ଅବସ୍ଥାଯ ଦୈଶ୍ୱରେର କାଛେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଯାଇ ।

ଉପାସନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମାଧ୍ୟମେ ମନୋଯୋଗ ବାଡ଼େ । ଆମାଦେର ଦେହ-ମନ ଭାଲୋ ଥାକେ । ଶରୀର ସୁହୁ ଥାକେ । ତାଇ ନିୟମିତ ଉପାସନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବ ।

ଉପାସନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଉପାସନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମାଧ୍ୟମେ ଆମରା ସଂ ଓ ଧାର୍ମିକ ହତେ ପାରି । ଦୈଶ୍ୱରକେ ଭାଲୋବାସତେ ପାରି । ତାଇ ଉପାସନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅପରିସୀମ ।



উপাসনা ও প্রার্থনার উপকারিতা নিয়ে দলে আলোচনা করো এবং বলো:



কীভাবে প্রার্থনা করা যায় নিচের ছকে লেখো:

১

.....  
.....  
.....

২

.....  
.....  
.....

৩

.....  
.....  
.....

৪

.....  
.....  
.....

### অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. উপাসনার অর্থ হলো ----- স্মরণ করা।
২. উপাসনা করলে ----- পবিত্র হয়।
৩. প্রার্থনা হলো ----- কাছে কিছু চাওয়া।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. উপাসনার একটি দিক	সবাই একত্রিত হয়।
২. হাত জোড় করে	মনোযোগ বাড়ে।
৩. সমবেত প্রার্থনায়	প্রার্থনা।
৪. উপাসনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে	ঈশ্বরকে ডাকতে হয়।
	একটি দিক পূজা।

୬. ସଂଖ୍ୟାତମା ପାଶେ ଟିକ (✓) ଚିହ୍ନ ଦାଓ:

୧. ଉପାସନା ଏକଟି-

କ. ନିତ୍ୟକର୍ମ

ଘ. ଅନିତ୍ୟକର୍ମ

ଗ. ସାଂଗ୍ରାହିକ କର୍ମ

ଘ. ବାଣସରିକ କର୍ମ

୨. “ବିପଦେ ମୋରେ ରକ୍ଷା କରୋ...” ଗାନ୍ଧିଟିର ରଚଯିତା କେ?

କ. ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

ଘ. କାଜି ନଜ଼ରୁଲ ଇସଲାମ

ଗ. ରଜନୀକାନ୍ତ ସେନ

ଘ. ଜୀବନାନନ୍ଦ ଦାଶ

୩. କୋନ ଦିକେ ମୁଖ କରେ ଉପାସନାୟ ବସତେ ହୁଯା?

କ. ଉତ୍ତର ବା ଦକ୍ଷିଣ

ଘ. ପୂର୍ବ ବା ପଶ୍ଚିମ

ଗ. ଉତ୍ତର ବା ପୂର୍ବ

ଘ. ପୂର୍ବ ବା ଦକ୍ଷିଣ

୭. ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ସଂକ୍ଷେପେ ଉତ୍ତର ଦାଓ:

୧. ଟେଶ୍ଵରକେ ଉପଲକ୍ଷି କରାର ଜନ୍ୟ କୀ କରତେ ହୁଯା?

୨. ଉପାସନା କୀ?

୩. ଦୁଟି ବିଶେଷ ଆସନେର ନାମ ଲେଖୋ ।

୮. ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ତର ଦାଓ:

୧. କୀଭାବେ ଉପାସନା କରତେ ହୁଯା?

୨. ଉପାସନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରଲେ କୀ ହୁଯା?

୩. ‘ବିପଦେ ମୋରେ ରକ୍ଷା କରୋ’ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଂଗୀତଟିର ମୂଳଭାବ ଲେଖୋ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়  
আদর্শ জীবনচরিত  
প্রথম পরিচেদ  
ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব



ছবির নিচে নাম লেখো:



## হিন্দুধর্ম শিক্ষা

আমাদের সমাজে কিছু অসাধারণ মানুষ আছেন। এঁদের অনেক গুণ। এঁরা শুধু নিজের কথা ভাবেন না। সমাজ ও দেশের কথা ভাবেন। সকলের মঙ্গলের কথা ভাবেন। সকলকে ভালোবাসেন। সকলের সুখ-শান্তির জন্য কাজ করেন। পরোপকারই তাঁদের জীবনের সাধনা। জগতের কল্যাণ করাই তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য। এঁরা মহান। এঁরা অলৌকিক গুণসম্পন্ন। এঁরা জ্ঞান চর্চা করেন। মানুষের কল্যাণের কথা বলেন। মানুষকে ধর্মপথে চলার শিক্ষা দেন। সুন্দর সমাজ গঠনে রয়েছে এঁদের অনেক অবদান। এঁরা ধর্মীয় ব্যক্তি বা মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী।

আমাদের ধর্মে অনেক মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী আছেন— শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, হরিচান্দ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, সারদা দেবী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ভগিনী নিবেদিতা, মা আনন্দময়ী প্রযুক্তি। এঁদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, হরিচান্দ ঠাকুর, সারদা দেবী, ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা স্বামী প্রণবানন্দ ও মা আনন্দময়ী সম্পর্কে জানব:

### স্বামী প্রণবানন্দ

স্বামী প্রণবানন্দ ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার বাজিতপুর গ্রাম। তাঁর পিতা বিষ্ণুচরণ ভূইয়া। মাতা সারদা দেবী। বিষ্ণুচরণ ছেলের নাম রাখেন জয়নাথ। পরে নাম দেন বিনোদ।



স্বামী প্রণবানন্দ

বিনোদ বাজিতপুর গ্রামের ইংরেজি উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি ছিলেন শিবের ভক্ত। ছোটবেলা থেকেই তিনি ধ্যান করতেন। বিনোদ কীর্তন খুব পছন্দ করতেন। তিনি বস্তুদের নিয়ে একটি কীর্তনের দল গঠন করেন।

বিনোদ ছিলেন খুব সংযমী ও পরিশ্রমী। বস্তুদেরও তিনি সংযমী হতে বলতেন। বিনোদ বস্তুদের নিয়ে আশ্রম গড়ে তোলেন। তাঁর পরিচয় হয় তপস্বী ব্রহ্মচারী হিসেবে। তখন ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। মাদারীপুর ছিল বিপ্লবীদের একটি ধ্রুব কেন্দ্র। বিনোদ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংঘবন্ধ করেন। বিভিন্ন জেলা থেকে বিপ্লবীরা এসে আশ্রমে আশ্রয় নেন।

পিতার মৃত্যুর পর মাঝের আদেশে বিনোদ গয়াধামে যান। গয়ায় মৃত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড দান করেন। পিণ্ডানন্দের সময় তীর্থ্যাত্মীদের উপর পাখাদের অত্যাচার দেখে তিনি ক্ষুঁজ হন। তিনি সংকল্প করেন হিন্দুদের তীর্থসমূহ সংস্কার করতে হবে। গ্রামে ফিরে বিনোদ মাদারীপুর, বাজিতপুর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এসবের মাধ্যমে গরিব-দুঃখীদের সেবা দিতে থাকেন।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে বিনোদ সন্ন্যাসবন্ধে দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় স্বামী প্রণবানন্দ। এ সময় তিনি গৈরিক বেশ ধারণ করেন। অর্থাৎ গেরুয়া রংয়ের কাপড় পরেন।

তীর্থ্যাত্মীরা যাতে সহজে পুণ্যকর্ম করতে পারে স্বামী প্রণবানন্দ সে ব্যবস্থা করেন। প্রথমেই তিনি গয়ায় সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ‘ভারত সেবাশ্রম সংঘ’ নামে খ্যাতি লাভ করে। পরে বিভিন্ন স্থানে ভারত সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রণবানন্দ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করতেন না। তিনি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতেন। মানুষের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। তিনি সনাতন আদর্শে সংগঠিত হওয়ার কথা বলতেন। তিনি বলেন, ‘আহারে, বিহারে ও আলাপে সংযম অভ্যাস করবে। দুর্বল ব্যক্তি আত্মজ্ঞান ও মুক্তি লাভ করতে পারে না।’

তিনি সংঘ ও সংঘশক্তির ওপর জোর দিতেন। সংঘনেতার গুরুত্বের কথা বলতেন। তিনি বলেন, ‘সংঘ, সংঘশক্তি ও সংঘনেতা—এই তিনে মিলে হয় এক।’

স্বামী প্রণবানন্দের বাণী শুনে মানুষ নতুন জীবন পায়। অসংখ্য মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

স্বামী প্রণবানন্দ ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারি কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।



ଆମରା ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରଣବାନନ୍ଦେର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କେ ଜାନଲାମ । ଏବାର ତୁମି ତା'ର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କେ ଲେଖୋ:

୧

୨

୩

## মা আনন্দময়ী

মা আনন্দময়ী ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার খেওড়া গ্রামে তাঁর মামা বাড়িতে। তাঁর পিতার নাম বিগিনবিহারী ভট্টাচার্য। মাতার নাম মোফদাসুন্দরী। তাঁর পিতার বাড়ি ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার বিদ্যাকুট গ্রামে।

মা আনন্দময়ীর প্রকৃত নাম নির্মলা সুন্দরী। তাঁর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সাধক। একদিন নির্মলা বাবাকে প্রশ্ন করে, ‘আচ্ছা বাবা, হরিকে ডাকলে কী হয়?’ বাবা বললেন, ‘হরিকে ডাকলে মঙ্গল হয়।’ তখন থেকে নির্মলা হরিকে ডাকা শুরু করে।



মা আনন্দময়ী

বিক্রমপুরের রমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে নির্মলার বিয়ে হয়। রমণীমোহন ঢাকার শাহবাগে নবাবের বাগানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। নির্মলা স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় চলে আসেন। পাশেই ছিল রমনা কালীবাড়ি। তিনি নিয়মিত সেখানে যেতেন। নিয়মিত সাধনা করতেন। এ কালীবাড়ির পাশে মা আনন্দময়ীর আশ্রম গড়ে উঠে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মূল আশ্রমটি ধ্বংস করে দেয়। পরবর্তীতে সেখানে আশ্রমটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

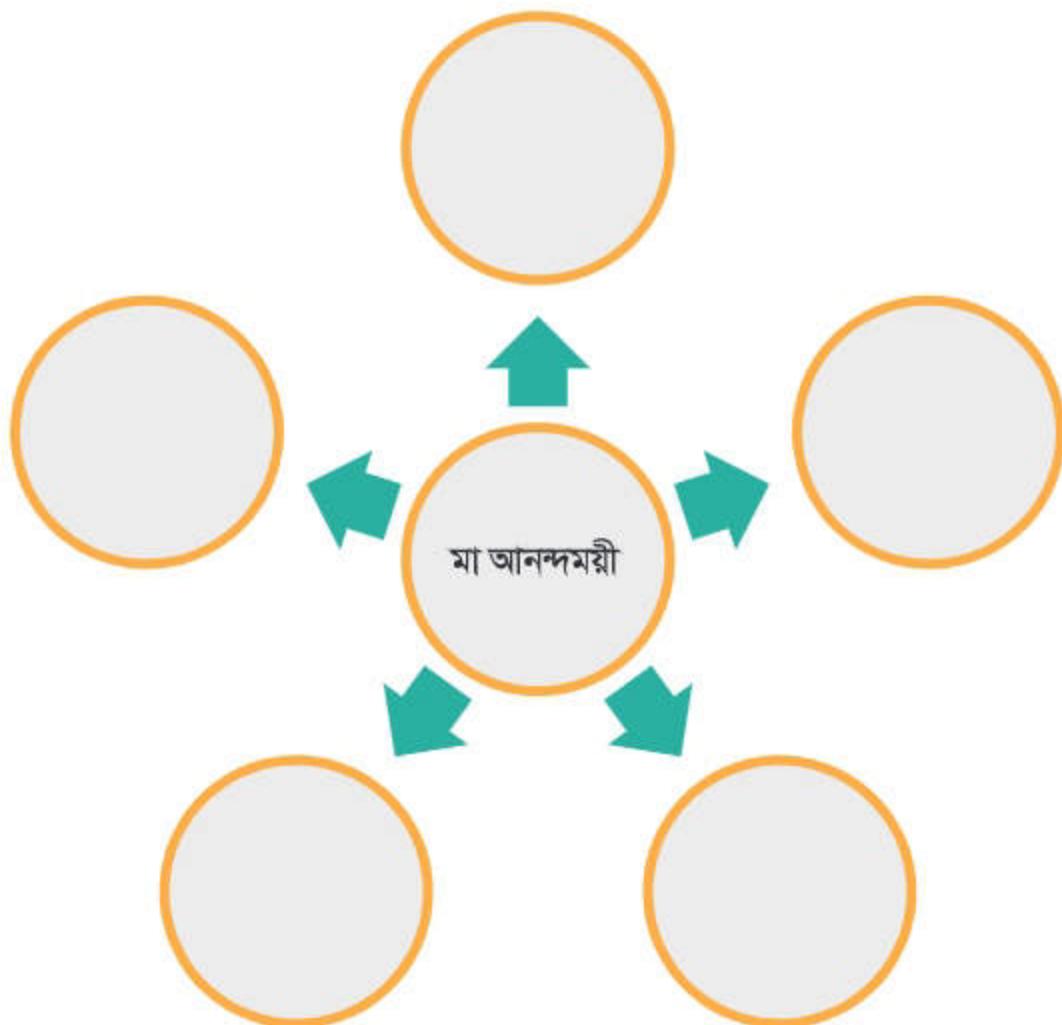
নির্মলা হরিনাম করতেন। হরিনাম করার সময় কখনো কখনো তিনি অচেতন হয়ে পড়তেন। শরীর থেকে দিব্যজ্যোতি বের হতো। তাঁর সংস্পর্শে এসে অনেকে শান্তি পেত। অনেক অসুস্থ রোগী সুস্থ হয়ে উঠত। এ থেকে সবাই বুবাতে পারল, তিনি দেবী। তখন থেকে তাঁর নাম হয় ‘মা আনন্দময়ী’।

পরবর্তী সময়ে স্বামীর সঙ্গে তিনি ভারতের দেরাদুনে চলে যান। সেখানে তাঁর সাধনার কথা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে তাঁর শিষ্য হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে মা আনন্দময়ীর নামে আশ্রম গড়ে উঠে। তাঁর জন্মস্থান

ଖେଳଡ଼ାତେ ତାର ନାମେ ଏକଟି ଆଶ୍ରମ ଆଛେ । ଏକଟି ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଲୟ ଆଛେ । ୧୯୮୨ ଖ୍ରିସ୍ଟାବ୍ଦେର ୨୭ ଆଗସ୍ଟ ମା ଆନନ୍ଦମୟୀ ପରଲୋକ ଗମନ କରେନ । ତାର ମରଦେହ ଭାରତେର ହରିଦ୍ଵାରେ ନିକଟ କନଖଳ ଆଶ୍ରମେ ସମାଧିଷ୍ଟ କରା ହୁଏ ।



ମା ଆନନ୍ଦମୟୀର ଜୀବନୀ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନିଯୋ ନିଚେର ବୃତ୍ତାକାର ସରଗୁଲୋ ପୂରଣ କରୋ:

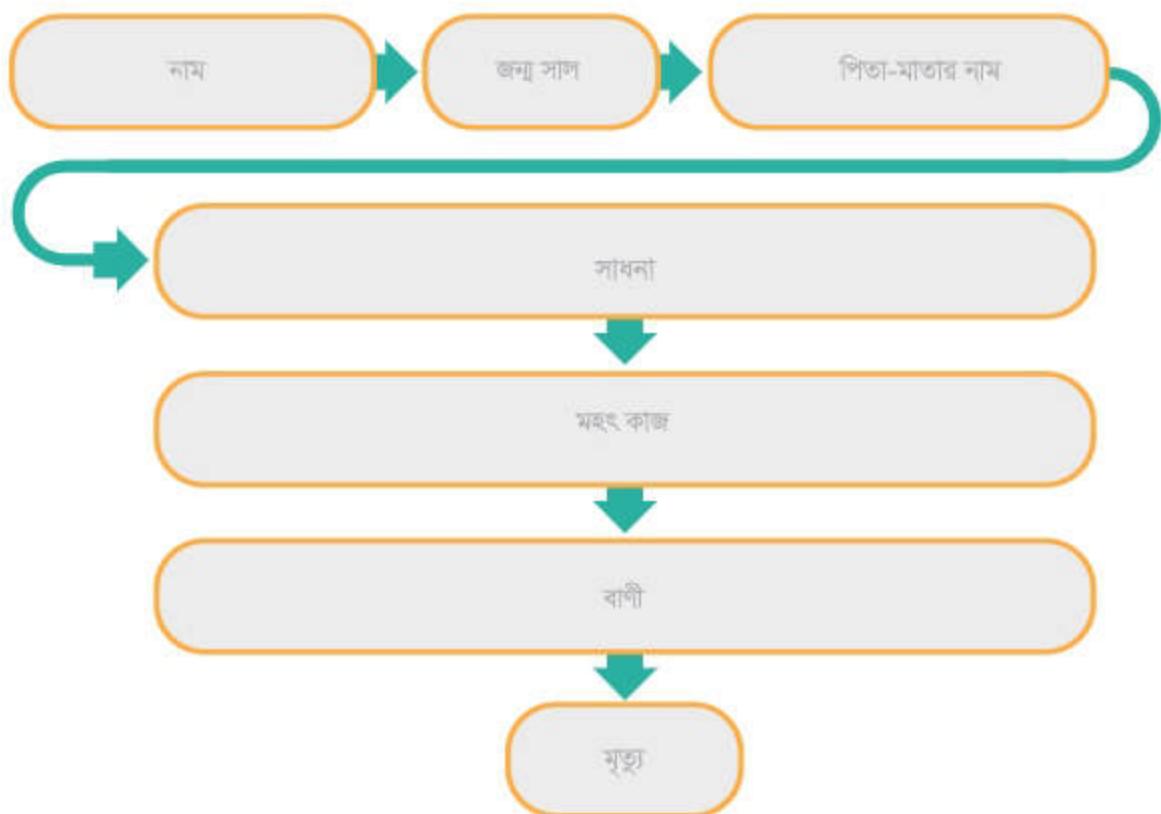


ମା ଆନନ୍ଦମହୀ ବଲତେନ , 'ସଂସାରଟା ଭଗବାନେର । କର୍ତ୍ତବ୍ୟକର୍ମ କରେ ଯାଓୟା ମାନୁଷେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।' ଆରୋ ବଲତେନ , 'ଜଗତେ ମତ ଓ ପଥେର ଶୈୟ ନେଇ । ସବ ପଥେଇ ସତ୍ୟକେ ପାଓୟା ଯାଉ । ସବ ଧର୍ମ ସମାନ । ସବ ମାନୁଷ ସମାନ ।' ଶିଶୁଦେର ଜଣ୍ଯ ତା'ର ଅନେକ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଉପଦେଶ ଆଛେ । ସେମନ-

- (১) ভগবানের নাম করবে। তাতে মঙ্গল হবে।  
(২) গুরুজন ও বাবা-মায়ের কথা শুনবে। ভালো করে লেখাপড়া শিখবে।  
(৩) অন্তরে যদি ভগবানের প্রতি ভালোবাসা থাকে, ভক্তি থাকে তাহলে আর ভয় নেই।



নিচের তথ্যগুলো অনুসরণ করে একজন মহাপুরুষের জীবন-প্রবাহ তৈরি করো:





## যাচাই করি

নিচের সালগুলোতে কী হয়েছিল? বলো:

১৮৯৬

১৯২৪

১৯৮২

১৯৪১

## অনুশীলনী

## ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. আমাদের সমাজে কিছু ----- মানুষ আছেন।
২. স্বামী প্রণবানন্দ ----- খ্রিষ্টাদে জন্মগ্রহণ করেন।
৩. মা আনন্দময়ীর প্রকৃত নাম -----।

## খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. স্বামী প্রণবানন্দের জন্মস্থান	নাম করবে।
২. স্বামী প্রণবানন্দ ছিলেন	কথা শুনবে।
৩. মা আনন্দময়ীর স্বামী	বাজিতপুর।
৪. ভগবানের	শিবের ভক্ত।
৫. গুরুজন ও বাবা-মায়ের	রমণীমোহন।
	খেওড়া।

### গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

১. স্বামী প্রণবানন্দের পিতার নাম-

- |                |              |
|----------------|--------------|
| ক. বিষ্ণুচরণ   | খ. চন্দ্রচরণ |
| গ. বিষ্ণুশর্মা | ঘ. শ্যামচরণ  |

২. স্বামী প্রণবানন্দ গয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন-

- |              |               |
|--------------|---------------|
| ক. সেবাশ্রম  | খ. বৃন্দাশ্রম |
| গ. আনন্দশ্রম | ঘ. বিদ্যালয়  |

৩. “ভগবানের নাম করবে। এতে মঙ্গল হবে।”— বাণীটি কার?

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| ক. সারদা দেবী        | খ. মা আনন্দময়ী      |
| গ. স্বামী প্রণবানন্দ | ঘ. স্বামী বিবেকানন্দ |

৪. মা আনন্দময়ী কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?

- |           |               |
|-----------|---------------|
| ক. খোড়া  | খ. ওড়াকান্দি |
| গ. শেওড়া | ঘ. হরিদ্বার   |

### ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. স্বামী প্রণবানন্দের একটি বাণী লেখো।

২. মা আনন্দময়ীর পিতার নাম কী?

৩. মা আনন্দময়ী কোথায় নিয়মিত সাধনা করতেন?

### ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. মহাপুরুষ কাকে বলে?

২. স্বামী প্রণবানন্দের জীবনী ও উপদেশ থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

৩. মা আনন্দময়ীর সাধন-জীবন বর্ণনা করো।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ জীবনাদর্শ অনুসরণ

প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা স্বামী প্রণবানন্দ ও মা আনন্দময়ী সম্পর্কে জেনেছি। তাঁদের জীবনাদর্শ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমাদের জীবন সুন্দরভাবে গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি। ভালো কাজ করতে উন্নুন্ধ হতে পারি। ভালো মানুষ হতে পারি। চরিত্রবান ও উদার হতে পারি। মানুষ ও জগতের মঙ্গল করতে পারি।



স্বামী প্রণবানন্দের জীবনী থেকে যা জানতে পেরেছ, তা নিচে লেখো:



প্রথম পরিচ্ছেদ মা আনন্দময়ীর জীবনী থেকে যা জানতে পেরেছ,  
তা নিচে লেখো:



স্বামী প্রণবানন্দ ও মা আনন্দময়ীর জীবনের আদর্শগুলো তুলে ধরা হয়েছে। মিলিয়ে নাও।

### স্বামী প্রণবানন্দের জীবনাদর্শ থেকে আমরা যা জানতে পারি তা হলো:

- . মানুষে মানুষে ভেদাভেদ না করা।
- . শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নেতৃত্ব মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
- . ধর্মীয় মনোভাব জাগিয়ে তোলা।
- . সকলের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা।
- . একে অপরের সাথে ঐক্যবন্ধ থাকা।
- . মন্দির প্রতিষ্ঠা করা।
- . সন্নাতন আদর্শে সংগঠিত হওয়া।
- . ধর্মের আদর্শ মেনে চলা।
- . আহারে, বিহারে ও আলাপে সংযমী হওয়া।
- . দুর্বলতা ত্যাগ করা।
- . স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

### মা আনন্দময়ীর জীবনাদর্শ থেকে আমরা যা জানতে পারি তা হলো:

- . ভগবানকে শ্রদ্ধা ও আরঞ্জ করা।
- . মা-বাবা ও গুরুজনদের ভক্তি করা।
- . তাঁদের কথা মেনে চলা।
- . সকল ধর্মের প্রতি শুদ্ধাশীল থাকা।
- . সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা।
- . মানুষে মানুষে ভেদাভেদ না করা।
- . উদার হওয়া।
- . নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা।
- . নিয়মিত লেখাপড়া করা।
- . জ্ঞান অর্জন করা।

আমরা স্বামী প্রণবানন্দ ও মা আনন্দময়ীর জীবনাদর্শ অনুসরণ করব। নিজের জীবন ও কর্মে তার প্রতিফলন ঘটাব। মানুষ তথা সকল জীবের কল্যাণে কাজ করব। অন্যদেরকে তাঁদের আদর্শ মেনে চলতে উদ্দুক্ষ করব। এতে আমাদের সকলের মঙ্গল হবে। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।



তুমি দ্বামী প্রণবানন্দ ও মা আনন্দময়ীর জীবনের কোন কোন আদর্শ অনুসরণ করো,  
নিচে লেখো:

## অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. চরিত্রবান ও ----- হতে পারি।
  ২. মানুষ ও জগতের ----- করতে পারি।
  ৩. মানুষে মানুষে ----- না করা।
  ৪. সকল ধর্মের প্রতি ----- থাকা।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে	দায়িত্ব পালন করা।
২. সকল মানুষকে সমান	নেতৃত্ব মূল্যবোধ জাগরুক করা।
৩. নির্ণায়ক সাথে	দৃষ্টিতে দেখা।
	জ্ঞান অর্জন করা।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

১. “আহারে, বিহারে ও আলাপে সংযমী হওয়া।”— কার শিক্ষাঃ

ক. স্বামী প্রণবানন্দ	খ. স্বামী বিবেকানন্দ
গ. স্বামী স্বর্গপানন্দ	ঘ. স্বামী সদানন্দ

২. স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে কে বলেছেন?

ক. মা আনন্দময়ী	খ. স্বামী প্রণবানন্দ
গ. সারদা দেবী	ঘ. লোকনাথ ব্ৰহ্মচাৰী

৩. “মা-বাবা ও গুৰুজনদেৱ ভক্তি কৰা।”— শিক্ষাটি কাৰ?

ক. রাণী রাসমণিৰ	খ. মা আনন্দময়ীৰ
গ. ভগিনী নিবেদিতাৰ	ঘ. সারদা দেবীৰ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

- ଦୁର୍ବଲତା ତ୍ୟାଗ କରାର କଥା କେ ବଲେଛେ?
  - ମା ଆନନ୍ଦମୟୀର ଦଟୋ ଜୀବନାର୍ଦ୍ଦ ଲେଖୋ ।

## ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর জীবনাদর্শ অনুসরণ করব কেন?
  ২. স্বামী প্রশংসনদের কোন পাঁচটি জীবনাদর্শ তুমি অনুসরণ করবে তা লেখো।
  ৩. মা আনন্দময়ীর যে পাঁচটি জীবনাদর্শ তুমি অনুসরণ করবে তা লেখো।
  ৪. কীভাবে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে?

তৃতীয় অধ্যায়

## নেতৃত্ব ও মানবিক গুণাবলি

### প্রথম পরিচেছনা

### মানবিকতা



তুমি একটা ভালো/ মন্দ কাজের নাম লেখো । তোমার বন্ধু ঠিক বিপরীত কাজটির নাম লিখবে । এভাবে এসো আমরা একটি ভালো-মন্দ কাজের খেলা খেলি ।

ভালো কাজ	মন্দ কাজ

মানুষের প্রধান গুণ মানবিকতা । নেতৃত্ব ও মানবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সৃষ্টি হয় মানবিকতা । মানুষ সমাজবন্ধ হয়ে বসবাস করে । সমাজে বসবাসের জন্য কিছু নিয়ম-নীতি পালন করতে হয় । এজন্য মানুষ সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে থাকে । একে অন্যকে সহযোগিতা করে । মানুষ ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বিচার করে সততার সাথে কাজ করে । কয়েকটি নেতৃত্ব ও মানবিক গুণ হলো শেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, সততা, সত্যবাদিতা, পারল্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা, উদারতা, পরোপকার ইত্যাদি ।

সৎ পথে চলা । কথার সঙ্গে মিল রেখে কাজ করা । এসব হলো সততা ।

সত্যবাদিতা হলো সত্য কথা বলা ।

একে অন্যকে শ্রদ্ধা করা হলো পারল্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ।

অন্যের কষ্ট নিজের বলে মনে করা । সে অনুযায়ী তাকে সহায়তা করা হলো সহমর্মিতা ।

শুধু নিজের কথা না ভেবে অন্যের কথা ভাবা হলো উদারতা ।

পরের উপকার করাই হলো পরোপকার ।

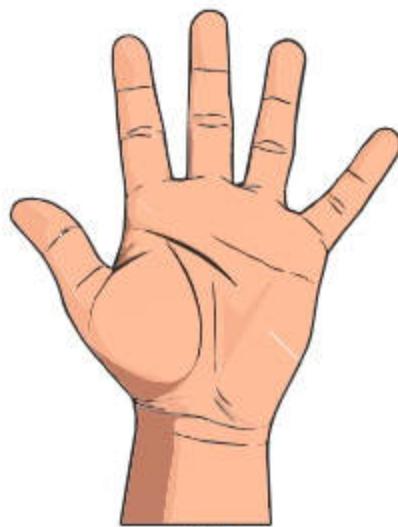
আমরা প্রতিদিন নানান কাজ করে থাকি । এর মধ্যে আছে কিছু ভালো কাজ । কিছু মন্দ কাজ । যে কাজগুলো সবার জন্য মঙ্গলজনক, তা ভালো কাজ । আর যে কাজ সবার জন্য ক্ষতিকর, তা মন্দ কাজ । তাই কোনো কাজ করার আগে ভাবা উচিত, সেটা ভালো না মন্দ কাজ ।



রোগীর সেবা



ছবির পাঁচটি আঙুলে পাঁচটি ভালো কাজের নাম লেখো। দেখো তোমার পাশের  
বন্ধুর পাঁচটি কাজের সঙ্গে তোমার কয়টি মেলে।



হাত

## ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. মানুষ ----- হয়ে বসবাস করে।
২. ----- হলো সত্য কথা বলা।
৩. আমরা প্রতিদিন ----- কাজ করে থাকি।

## খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. নেতৃত্ব ও মানবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে	পরোপকার।
২. সমাজে বসবাসের জন্য	সৃষ্টি হয় মানবতা।
৩. পরের উপকার করাই হলো	মিথ্যা কথা বলা।
কিছু নিয়ম-নীতি পালন করতে হয়।	

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক () চিহ্ন দাও:

১. মানুষের প্রধান গুণ-
 

ক. মানবিকতা	খ. অমানবিকতা
গ. মিথ্যা বলা	ঘ. হিংসা করা
২. সততা একটি-
 

ক. মানবিক গুণ	খ. সম্প্রীতির গুণ
গ. মমত্ব গুণ	ঘ. সুস্থিতার গুণ
৩. একে অন্যকে শ্রদ্ধা করা হলো-
 

ক. পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ	খ. উদারতা
গ. পারস্পরিক ভালোবাসা	ঘ. পরোপকার

## ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. মানুষ কীভাবে বসবাস করে?
২. সত্যবাদিতা কী?

## ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. ‘মানুষের প্রধান গুণ মানবিকতা।’- ব্যাখ্যা করো।
২. ভালো কাজ ও মন্দ কাজ বলতে কী বোঝা? আলোচনা করো।

## দ্বিতীয় পরিচেদ পরোপকার



ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে পাশে লেখো:



THE  
HARVARD  
COLLEGE  
LIBRARIES



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



ପରୋପକାରୀ ମାନୁସ ସବସମୟ ଅନ୍ୟେର କଥାଇ ଭାବେନ । ନିଜେର ଜନ୍ୟ ଭାବେନ ନା । ପରୋପକାରୀ ନିଜେର କାଜେର ବିନିମୟେ କିଛୁ ପାଓୟାର ଆଶା କରେନ ନା । ଏକପ ଯାରା ତାରା ମହେ । ଆମାଦେର ସମାଜେ ଅନେକ ପରୋପକାରୀ ଆଛେନ । ଆମାଦେର ଧର୍ମରୂପରେ ଅନେକ ପରୋପକାରେର କାହିଁନି ପାଓୟା ଯାଇ । ଏ ରକମ ଏକଟି କାହିଁନି ଏସୋ ପଡ଼ି ।

## ଭୀମର ପରୋପକାର

ମହାଭାରତେର କାହିଁନିତେ ପଞ୍ଚପାଞ୍ଚବେର ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଞ୍ଚବ ଛିଲେନ ଭୀମ । ଭୀମ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଛିଲେନ । ରାଜ୍ୟ ନିଯେ କୌରବ ଓ ପାଞ୍ଚବଦେର ମଧ୍ୟେ ଛିଲ ଭୀଷଣ ଶତ୍ରୁତା । କୌରବେରା ଏକଶତ ଭାଇ ଛିଲ । ତାରା ସବସମୟ ପାଞ୍ଚବଦେର ହିଂସା କରନ୍ତ । କୌରବରା ଏକବାର ପାଞ୍ଚବଦେର ପୁଡ଼ିଯେ ମେରେ ଫେଲିତେ ଚେଯେଛିଲ । ତାରା କୌଶଳେ ଏକଟା ଜୁଗୁହ ତୈରି କରେଛିଲ । ମା କୁଣ୍ଡିସହ ପଞ୍ଚପାଞ୍ଚବ ଏଇ ଜୁଗୁହରେ ଛିଲ । ଗୃହେ ଆଗୁନ ଦେୟା ହଲୋ । କିନ୍ତୁ ତାରା ବେଁଚେ ଗେଲ । ଆଗୁନ ଲାଗାର ଆଗେଇ ତାରା ପାଲିଯେ ବୀଚଲ । ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣେର ଗୃହେ ତାରା ଆଶ୍ରୟ ନିଲ । ସେଥାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେର ବେଶେ ତାରା ବାସ କରନ୍ତେ ଲାଗଲ । ଏକଦିନ ଏଇ ଗୃହେ କାନ୍ଦାକାଟିର ଶବ୍ଦ ଶୋନା ଗେଲ । ସେଦିନ ଭୀମ ମାୟେର କାହେ ଛିଲେନ । ଅନ୍ୟ ଚାର ଛେଲେ ତଥନ ଘରେର ବାଇରେ । ମା କୁଣ୍ଡି କାହେ ଗିଯେ କାନ୍ଦାକାଟିର କାରଣ ଜାନନ୍ତେ ପାରଲେନ ।

ସେ ଏକ ଭୟକ୍ଷର ଘଟନା । ନଗରୀର ନାମ ଏକଚକ୍ରା । ଏଇ ନଗରୀର ଏକଦିକେ ଏକଟି ବନ ଆଛେ । ବକ ନାମେ ଏକ ରାକ୍ଷସ ସେଇ ବନେ ବାସ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ତାକେ ଖେତେ ଦିତେ ହୁଏ । ଏହି ଖାବାର ହଲୋ ଏକଜନ ମାନୁସ, ଦୁଟି ମହିସ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଭାତ । ସେଇସଙ୍ଗେ ଦେଇ ମିଟି ତୋ ଆହେଇ । ଏର ଅନ୍ୟଥା ହଲେ ସେ ସବାଇକେ ମେରେ ଫେଲିବେ । ଏକ ଏକ ଦିନ ଏକ ଏକ ପରିବାର ଥେକେ ତାର ଜନ୍ୟ ଖାବାର ପାଠାନୋ ହୁଏ । ସେଇ ହିସେବେ ଆଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରେର ପାଲା । ଏଇ ପରିବାର ଥେକେ ଯେ-କୋନୋ ଏକଜନକେ ଯେତେ ହବେ । ଏଥନ କେ ଯାବେ ! ତାଇ ନିଯେ କାନ୍ଦାକାଟି । କେଉଁ କାଉକେ ଛାଡ଼ିତେ ଚାଯ ନା ।

ସବ କଥା ଶୁଣେ କୁଣ୍ଡି ତାଦେର ବଲଲେନ, କାଉକେ ଯେତେ ହବେ ନା । କୋନୋ ଚିନ୍ତା କରବେନ ନା । ଆମାର ପାଁଚ ଛେଲେ ଆହେ । ଏଦେର ଏକଜନ ଯାବେ ଆପନାଦେର ପକ୍ଷ ହରେ ।

ତଥନ ଗୃହସ୍ଥୀ ବଲଲେନ, ଏଟା କେମନ କରେ ହୁଏ ? ଶରଗାରୀ ହିସେବେ ଆପନାରା ଆମାଦେର କାହେ ଆହେନ । ଆପନାରା ଆମାଦେର ଅତିଥି । ଆପନାଦେର କୋନୋ ବିପଦେ ଫେଲିତେ ପାରବ ନା । କୁଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣକେ ଅଭ୍ୟ ଦିଲେନ ।

ମା କୁଣ୍ଡି ଭୀମକେ ସବ କଥା ବଲଲେନ । ଭୀମ ଶୁଣେ ଖୁବ ଖୁଶି । ଭୀମ ଏକେ ତୋ ମହାବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧା । ତାର ଓପର ଥେତେ ଭାଲୋବାସେନ । ତିନି ଏକଟି ପରିବାରକେ ବୀଚାତେଓ ପାରବେନ । ପରଦିନ ଭୀମ ବକ ରାକ୍ଷସେର ଏଲାକାଯ ଗେଲେନ । ବକ ତଥନ କାହେ ଛିଲ ନା । ଭୀମ ବସେ ମନେର ଆନନ୍ଦେ ଖାବାର ଥେତେ ଲାଗଲେନ । ରାକ୍ଷସ ଫିରେ ଏସେ ତୋ ଅବାକ ! ତାର ଖାବାର ଏକଜନ ମାନୁସ ଖାଚେ । ଲୋକଟାର ସାହସ ତୋ କମ ନର । ସେ ଏକଟା ଗାହେର କାନ୍ଦ ଦିଯେ ଭୀମକେ ପେଟାତେ ଲାଗଲ । ଭୀମ କିଛୁଇ ବଲଲେନ ନା । ମନେ ମନେ ହାସତେ ଲାଗଲେନ । ପିଠେ ଏକଟୁ ସୁଡୁସୁଡି ଲାଗଛିଲ, ଏଇ ଯା । ଏକସମୟ ଖାଓୟା ଶେଷ ହଲୋ । ଦେଇ ଥେଯେ ହାତ ମୁଖ ଧୁଲେନ । ତାରପର ଭୀମ ବକ ରାକ୍ଷସକେ ଆକ୍ରମଣ କରଲେନ ଏବଂ ମେରେ ଫେଲଲେନ ।



ভীম ও শূল বক রাক্ষস

কুণ্ঠি পরোপকারী। ভীমও পরোপকারী। পরোপকারী ভীমের জন্য একটি নগর রক্ষা গেল।

একটি পরোপকারের কথা বলো যেটা তুমি করতে চাও।

### অনুশীলনী

#### ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. দ্বিতীয় পাওব ছিলেন -----।
২. কৌরবেরা ----- ভাই ছিল।
৩. পরোপকারী ভীমের জন্য একটি ----- রক্ষা গেল।

**খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:**

১. পরোপকারী মানুষ সবসময়	অধিকারী ছিলেন।
২. আমাদের সমাজে অনেক	অন্যের কথা ভাবেন।
৩. ভীম প্রবল শক্তির	পরোপকারী আছেন।
৪. মা কৃত্তিসহ পদ্ধতিগুলি	ভীম
৫. পদ্ধতিগুলির দ্বিতীয় পাঞ্চব ছিল	মহাবীর ও যোদ্ধা
	জতুগৃহে ছিলেন।

**গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:**

১. ভীম কততম পাঞ্চব?

ক. প্রথম

খ. দ্বিতীয়

গ. তৃতীয়

ঘ. চতুর্থ

২. ভীমের মায়ের নাম কী?

ক. কৃত্তী

খ. মাদ্রী

গ. গান্ধারী

ঘ. দুঃশ্লা

৩. নগরীর নাম কী ছিল?

ক. হস্তিনাপুর

খ. দিচ্ছ্রা

গ. একচক্রা

ঘ. ইন্দ্রপ্রস্তু

৪. কে এক রাক্ষসকে বধ করেন?

ক. যুধিষ্ঠির

খ. ভীম

গ. নকুল

ঘ. সহদেব

**ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:**

১. ভীম কেমন ছিলেন?

২. এক রাক্ষস কোথায় বাস করত?

৩. কৌরব ও পাঞ্চবদের মধ্যে কেমন সম্পর্ক ছিল?

৪. পাঞ্চবেরা কত ভাই ছিল?

**ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

১. ‘পরোপকার একটি মানবিক গুণ।’— ব্যাখ্যা করো।

২. এক রাক্ষস সম্পর্কে ৪টি বাক্য লেখো।

৩. ভীমের পরোপকার উপাখ্যান থেকে শিক্ষা নিয়ে তোমার বিপদগ্রস্ত বন্ধুর উপকার কীভাবে করবে তা লেখো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## ন্যায়-অন্যায়

যা যথার্থ, যা সঠিক তাই ন্যায়। যা ঠিক নয় তাই অন্যায়। 'ন্যায়' মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ন্যায় হলো ভালো কাজ করা। অন্যায় না করা। সুস্থ সমাজ গঠনে প্রয়োজন ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। অন্যায় প্রতিরোধ করা। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিক শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। এ থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধও অর্জিত হয়। ফলে আমরা ভালো-মন্দ বিচার করতে পারব। সত্য-মিথ্যা, উচিত-অনুচিতের পার্থক্য করতে পারব। কল্যাণ-অকল্যাণ, পাপ-পুণ্য বুঝতে পারব। দোষ-গুণের পার্থক্য করতে পারব। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হঙ্গেই উন্নত জাতি গঠিত হবে। তাই নৈতিক মূল্যবোধ খুব প্রয়োজন। সমাজ-জীবনে মূল্যবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূল্যবোধের অভাবে সমাজে সৃষ্টি হয় নৈতিক অবক্ষয় ও বিশ্রাম। এর ফলে মানুষ অন্যায়ের দিকে যায়। সমাজের মঙ্গলের জন্য মূল্যবোধ চর্চা করতে হবে। মানুষের মধ্যে ন্যায়বোধ জাগ্রত করতে হবে। এতে জীবনে পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা আসবে।



### ছবিটি রং করো

বলতো ছবিটি কীসের?

এটা মহাভারতের যুদ্ধের ছবি। এসো মহাভারতের যুদ্ধের একটি গল্প পড়ি।

## କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେର ସୁଦ୍ଧେ ନ୍ୟାୟ-ଅନ୍ୟାୟ

ଅନେକଦିନ ଆଗେ ହଞ୍ଚିନାପୁର ନାମେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଛିଲ । ଐ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଛିଲେନ ଶାନ୍ତନୁ । ଶାନ୍ତନୁର ତିନ ପୁତ୍ର । ଦେବବ୍ରତ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଓ ବିଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ । ଦେବବ୍ରତ ବିଯେ କରେନନି । ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଅବିବାହିତ ଅବହ୍ଲାସ ମାରା ଯାନ । ବିଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟର ଦୁଇ ପୁତ୍ର । ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡ । ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମାନ୍ତ ଛିଲେନ । ତାଇ ପାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ହନ । ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକଶତ ପୁତ୍ର ଓ ଏକଜନ କଳ୍ପ ଛିଲ । ଏଦେର କୌରବ ବଳା ହତୋ । ପାଣ୍ଡର ଛିଲ ପାଁଚ ପୁତ୍ର । ଏଦେର ପାନ୍ଦବ ବଳା ହତୋ । କୌରବରା ଲୋଭୀ ଓ ସ୍ଵାର୍ଥପର ଛିଲ । ଅପରାଦିକେ ପାଣ୍ଡବରା ନ୍ୟାୟପରାଯନ ଛିଲ ।

କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଦେର ମଧ୍ୟେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ନିଯେ ବିବାଦ ହୁଯ । କୌରବରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ନିତେ ଚାଯ । ତଥିନ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଚାନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ । ଏଇ ସୁଦ୍ଧେର ନାମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେର ସୁଦ୍ଧ । ଏଇ ସୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟାୟେର ବିରକ୍ତକେ ନ୍ୟାୟର ସୁଦ୍ଧ । ଆଠାରୋ ଦିନ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ । ସୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡବରା ଜୟଲାଭ କରେ । ତାରା ରାଜ୍ୟ ଫିରେ ପାଯ । କୌରବରା ପରାଜିତ ହୁଏ । ଏଇ ସୁଦ୍ଧେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ।



**ନ୍ୟାୟ-ଅନ୍ୟାୟ କାଜେର ଏକଟି ତାଲିକା ତୈରି କରୋ:**

ନ୍ୟାୟ କାଜ	ଅନ୍ୟାୟ କାଜ

### ଅନୁଶୀଳନୀ

**କ. ଶୂନ୍ୟଷ୍ଟାନ ପୂରଣ କରୋ:**

1. ଯା ସଠିକ ତାଇ ----- ।
2. ନ୍ୟାୟ ହଲୋ ----- ।
3. ଅନେକଦିନ ଆଗେ ----- ନାମେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଛିଲ ।
4. ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକଶତ ପୁତ୍ର ଓ ଏକଜନ-----ଛିଲ ।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. ন্যায় মূল্যবোধের একটি	তাই অন্যায়।
২. যা ঠিক নয়	গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
৩. সুস্থ সমাজ গঠনে প্রয়োজন	কিন্তু জন্মান্তর ছিলেন।
৪. চিরাঙ্গদ অবিবাহিত অবস্থায়	ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।
৫. ধূতরাষ্ট্র বড়	মারা ঘান।
	তাই ন্যায়।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

১. নৈতিক মূল্যবোধ-

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ক. অপ্রয়োজন | খ. প্রয়োজন |
| খ. অবাঞ্ছব   | গ. ক্ষতিকর  |

২. রাজা শান্তনুর কয়জন পুত্র ছিল?

- |        |         |
|--------|---------|
| ক. দুই | খ. তিন  |
| গ. চার | ঘ. পাঁচ |

৩. বিচিত্রবীর্যের কয় জন পুত্র ছিল?

- |         |         |
|---------|---------|
| ক. দুই  | খ. তিন  |
| গ. পাঁচ | ঘ. একশত |

৪. কৌরবরা কেমন ছিল?

- |             |          |
|-------------|----------|
| ক. মায়াবী  | খ. লোভী  |
| গ. পরোপকারী | ঘ. মিশুক |

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কীসের প্রয়োজন?

২. রাজা শান্তনু কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ন্যায়-এর গুরুত্ব আলোচনা করো।
- কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করো।
- উন্নত জাতি গঠনে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ কেন প্রয়োজন- ব্যাখ্যা করো।

## চতুর্থ পরিচেছন সকলের তরে সকলে আমরা

আমাদের অনেক বন্ধু চোখে দেখতে পায় না। অনেকে কানে শুনতে পায় না। অনেকে কথা বলতে পারে না। অনেকে হাঁটতে পারে না। এদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই এদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলা হয়।



### কার কী সহযোগিতা প্রয়োজন লেখো:

১. যে চোখে দেখে না	
২. যে হাঁটতে পারে না	
৩. যে পড়া বুঝতে পারে না	

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাহায্য করতে হবে। সহযোগিতা পেলে এরা স্বাভাবিক মানুষের মতোই পড়ালেখা করতে পারবে। অন্যান্য কাজও করতে পারবে। মনে রাখতে হবে যে, তারা আলাদা নয়। সকল ধরনের শিশুর বিদ্যালয়ে পড়ার অধিকার রয়েছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরাও একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারাও অংশগ্রহণ করবে। সকলের সাথে সকল কাজে তারা অংশগ্রহণ করবে। অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা আনন্দ পাবে। তাদের স্বাভাবিক জীবনের জন্য সকলকেই সচেতন থাকতে হবে।

মনে রাখতে হবে

“সকলের তরে সকলে আমরা,  
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।”

## শুভ আমাদের বন্ধু

একদিন শিক্ষার্থীরা দেখল, শ্রেণিকক্ষের বাইরে একজন নতুন শিক্ষার্থী বসে আছে। সে কোন দিকে তাকিয়ে আছে ঠিক বোৰা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে আপন মনে হাসছে। শিক্ষিকা এলে সবাই বলে উঠল, আমাদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে একটি পাগল বসে আছে।

শিক্ষিকা বললেন, না জেনে কাউকে পাগল বলো না। ওর নাম শুভ। শুভর বুদ্ধি স্বাভাবিকভাবে বাড়েনি। তাই তার আচরণ অন্যদের চেয়ে একটু ভিন্ন। শুভ এ স্কুলেই ভর্তি হতে এসেছে। কিছুক্ষণ পর প্রধান শিক্ষক শুভ ও তার মাকে নিয়ে শ্রেণিকক্ষে এলেন।

তিনি বললেন, ও তোমাদের নতুন বন্ধু। ওর একটু অসুবিধা আছে। একটু দেরিতে বোঝে। তবে ডাক্তার বলেছেন, শুভ স্বাভাবিক পরিবেশে থাকলে এবং ওর সাথে ভালোভাবে কথা বললে ওর সমস্যা কমে যাবে। তাই তোমরা সহযোগিতা করলে শুভ সহজে পড়াশোনা করতে পারবে। তোমরা শুভকে সহযোগিতা করবে তো?

সবাই বলল, করব স্যার।



শুভ ও সহপাঠীদের পরিচিতি

## ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା

ତାରା ଶୁଭକେ ହାତ ଧରେ ନିଯେ ପାଶେ ବସତେ ଦିଲ । ଟିଫିନେର ସମୟେ ଓକେ ଖେଳତେ ନିଯେ ଗେଲ । ଏଭାବେ ସବାଇ ଶୁଭକେ ସହ୍ୟୋଗିତା କରଲ । ଶୁଭ ବନ୍ଦୁଦେର ସାହାଯ୍ୟେ ପଡ଼ାଶୋନା ଚାଲିଯେ ସେତେ ଲାଗଲ ।

ଶୁଭ ଭାଲୋ ଛବି ଆଂକତେ ପାରତ । ଅଞ୍ଚଳିନେର ମଧ୍ୟେ ଛବି ଆଁକାର ଜଳ୍ୟ ଶୁଭ ସବାର ପିଇ ହୁଏ ଉଠିଲ । କିଛିଦିନ ଆଗେ ସେ ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାଯେ ପୁରସ୍କାର ପେହେଚେ । ତାର ଜଳ୍ୟ ପୁରୋ ଦେଶ ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଲୟାଟିର ନାମ ଜେନେଛେ ।



## ଶୁଭର ଗଲ୍ଲଟି ଅଭିନୟ କରେ ଦେଖାଓ ।

### ଅନୁଶୀଳନୀ

#### କ. ଶୂନ୍ୟଷ୍ଟାନ ପୂରଣ କରୋ:

1. ଆମାଦେର ଅନେକ ବନ୍ଦୁ ----- ଦେଖିତେ ପାଇଁ ନା ।
2. ବିଶେଷ ଚାହିଦାସମ୍ପଦ ଶିଶୁଦେର ----- କରିବାରେ ହବେ ।
3. ସବ ଧରନେର ଶିଶୁର ----- ପଡ଼ାର ଅଧିକାର ଆଛେ ।
4. ଶୁଭ ବନ୍ଦୁଦେର ସାହାଯ୍ୟେ ----- ଚାଲିଯେ ସେତେ ଲାଗଲ ।

#### ଖ. ବାମ ପାଶେର ସାଥେ ଡାନ ପାଶେର ବାକ୍ୟାଂଶେର ମିଳ କରୋ:

1. ବିଶେଷ ଚାହିଦାସମ୍ପଦ ଶିଶୁଦେର	ଶୁନିତେ ପାଇଁ ନା ।
2. ଅନେକେ କାନେ	ବଲିତେ ପାରେ ନା ।
3. ଅନେକେ କଥା	ନତୁନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବସେ ଆଛେ ।
4. ଶ୍ରେଣିକଙ୍କେର ବାଇରେ ଏକଜନ	ପାଶେ ବସିବାରେ ଦିଲ ।
5. ତାରା ଶୁଭକେ ହାତ ଧରେ ନିଯେ	ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ହବେ ।
	ଶୁନିତେ ପାଇଁ ।

#### ଗ. ସଠିକ ଉତ୍ତରର ପାଶେ ଟିକ (✓) ଚିହ୍ନ ଦାଓ:

1. ବିଶେଷ ଚାହିଦାସମ୍ପଦ ନତୁନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନାମ କି?

କ. ଶ୍ୟାମଲ

ଖ. କୋମଲ

ଗ. ଶୁଭ

ଘ. ଶୁଭ୍ର

২. শুভর বিশেষ যোগ্যতা কী ছিল?

- ক. গান করা
- খ. ছবি আঁকা
- গ. অভিনয় করা
- ঘ. আবৃত্তি করা

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

- ১. শুভ কী জন্য সবার প্রিয় হয়ে উঠল?
- ২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কোথায় পড়াশোনা করা উচিত?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু কারা?
- ২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর জন্য তুমি কী করবে?
- ৩. শুভর মতো জাতীয় পুরস্কার পেলে তোমার কেমন লাগবে?

চতুর্থ অধ্যায়

# ধর্মগ্রন্থ, পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

## প্রথম পরিচেছনা

### হিন্দুধর্মগ্রন্থ



হিন্দুধর্মের কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের নাম লেখো:

১.

২.

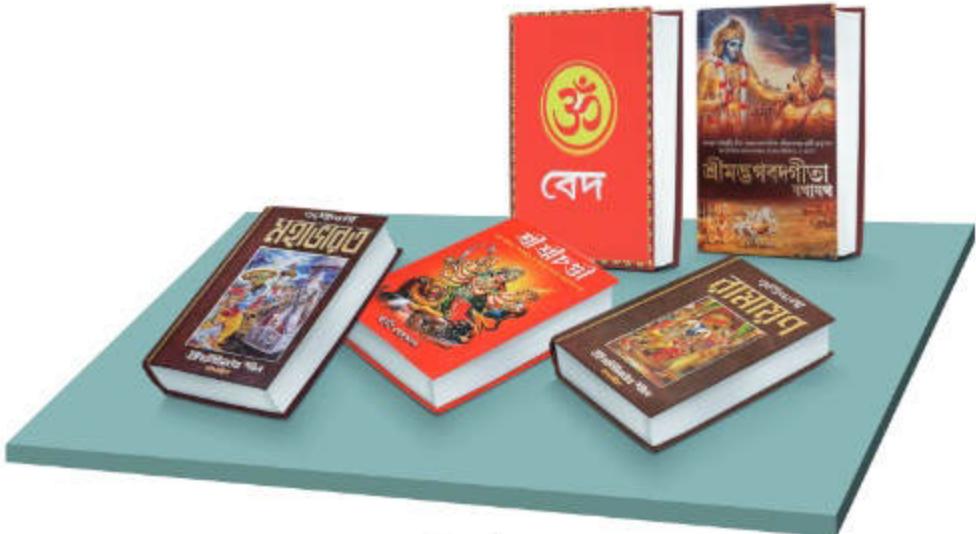
৩.

৪.

মানুষ যা ধারণ করে তাই ধর্ম। ধর্ম মানুষের মঙ্গল করে। জগতের কল্যাণ করে। দৈশ্বরকে জানতে সাহায্য করে। দৈশ্বরকে ভক্তি করতে শেখায়। ধর্মে আছে সুন্দর হওয়ার কথা। সুশৃঙ্খল ও পরিত্র জীবন-যাগনের কথা। আছে কল্যাণকর কাজের কথা।

যে গ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। ধর্মগ্রন্থে দৈশ্বরের কথা থাকে। দেব-দেবীর উপাখ্যান থাকে। জ্ঞানের কথা থাকে। কল্যাণের কথা থাকে। জীবকে সেবা করার কথা থাকে। শান্তির কথা থাকে। সমাজ ও জীবনের কথা থাকে। নানা উপদেশমূলক কাহিনি ও নীতিকথা থাকে।

প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। হিন্দুধর্মে রয়েছে অনেক ধর্মগ্রন্থ। বেদ আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এছাড়া রয়েছে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমঙ্গবদ্ধীতা, পুরাণ, শ্রীশ্রীচক্ষু ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার মহিমার কথা বলা হয়েছে। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে।



ହିନ୍ଦୁଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର



### ଏସୋ ସବାଇ ମିଳେ କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରି:

ଆଦି-କାଣ୍ଡେ ରାମ-ଜନ୍ମ ସୀତା-ପରିଷୟ ।  
 ଅଯୋଧ୍ୟା-କାଣ୍ଡେତେ ରାମ-ବନବାସ ହୟ ॥  
 ଅରଣ୍ୟ-କାଣ୍ଡେତେ ହୟ ଜାନକୀ-ହରଣ ।  
 କିଞ୍ଚିନ୍ଦ୍ୟା-କାଣ୍ଡେତେ ହୟ ସୁତ୍ରୀବ-ମିଳନ ॥  
 ସୁନ୍ଦର-କାଣ୍ଡେତେ ହୟ ସାଗର-ବନ୍ଧନ ।  
 ଲଙ୍ଘା-କାଣ୍ଡେ ମହାରଣେ ରାବଣ-ନିଧନ ॥  
 ଉତ୍ତର-କାଣ୍ଡେତେ ହୟ କାଣ୍ଡେର ବିଶେଷ  
 ମନୋଦୁଃଖେ ବୈଦେହୀର ପାତାଳ-ପ୍ରବେଶ ॥  
 ଏହି ସୁଧାଭାଣ୍ଡ ସଞ୍ଚକାଣ୍ଡ-ରାମାୟଣ ।  
 କବିବର କୃତିବାସ କରେନ ରଚନ ॥

ଏଥାଲେ ଧର୍ମଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତେର ବିଷୟବନ୍ତ ସଂକ୍ଷେପେ ତୁଲେ ଧରା ହଲୋ:

### ରାମାୟଣ

ମହାର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ରଚନା କରେନ । ରାମାୟଣ ସାତଟି ଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକେ ବଳା ହୟ କାଣ୍ଡ । ତାଇ ବଳା ହୟ ସଞ୍ଚକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ । ଏଇ ସଞ୍ଚକାଣ୍ଡ ହଲୋ: ଆଦିକାଣ୍ଡ, ଅଯୋଧ୍ୟକାଣ୍ଡ, ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ, କିଞ୍ଚିନ୍ଦ୍ୟକାଣ୍ଡ, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ, ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ସରକାଣ୍ଡ ।

ଆଚୀନକାଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ୍ୟ ଛିଲେନ ଦଶରଥ । ତାଁର ତିନ ତ୍ରୀ । କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ ଓ ସୁମିତ୍ରା । କୌଶଲ୍ୟାର ଛେଲେ ରାମ । କୈକେୟୀର ଛେଲେ ଭରତ । ଆର ସୁମିତ୍ରାର ଦୁଇ ଛେଲେ । ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ । ଅନ୍ୟଦିକେ ମିଥିଲାର ରାଜ୍ୟ ଛିଲେନ ଜନକ । ଜନକେର ଦୁଇ ମେଯେ । ସୀତା ଓ ଉର୍ମିଲା । ସୀତାର ସଙ୍ଗେ ରାମେର ବିଯେ ହୟ । ଉର୍ମିଲାର ସଙ୍ଗେ ବିଯେ ହୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣେର । ଜନକେର ଭାଇ ଛିଲେନ କୃଶ୍ଣରାଜ । ତାଁର ଦୁଇ ମେଯେ । ମାଙ୍ଗବୀ ଓ ଶୁତ୍କରୀତି । ମାଙ୍ଗବୀର ସଙ୍ଗେ ଭରତେର ବିଯେ ହୟ । ଶୁତ୍କରୀତିର ସଙ୍ଗେ ବିଯେ ହୟ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେର ।

ରାଜ୍ୟ ଦଶରଥେର ବଡ଼ ଛେଲେ ରାମ । ଦଶରଥ ରାମକେ ରାଜ୍ୟ କରାର ଶିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେନ । କିନ୍ତୁ ବାଦ ସାଧେନ କୈକେୟୀ । ଏକସମୟ ଦଶରଥ ଖୁବ ଅସୁଷ୍ଟ ହେଲେ । ତଥନ କୈକେୟୀ ତାଁର ସେବା କରେନ । ସେବାଯ ତିନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହନ । ତଥନ ତିନି କୈକେୟୀକେ ଦୂଟି ବର ଦିତେ ଚେଣେଛିଲେନ । ଦାସୀ ମହିଳାର ପରାମର୍ଶେ କୈକେୟୀ ଏଥନ ସେଇ ଦୂଟି ବର ଚାନ । ଅର୍ଥମ ବରେ ଭରତ ରାଜ୍ୟ ହବେ । ଆର ଦିତୀୟ ବରେ ରାମ ଚୌଦ୍ଦିଶ ବହରେର ଜନ୍ୟ ବନେ ଯାବେ । ରାମ ଛିଲେନ ଖୁବଇ ପିତୃଭିତ୍ତି । ତିନି ପିତୃସତ୍ୟ ପାଲନେର ଜନ୍ୟ ବନେ ଯାନ । ସଙ୍ଗେ ଯାନ ତ୍ରୀ ସୀତା ଓ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ।



ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାର ବନବାସ

ଏଦିକେ ରାମେର ଶୋକେ ଦଶରଥେର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଯାଇଲା । ଭରତ ତଥିନ ମାମାବାଡ଼ିତେ ଛିଲେନ । ଅଯୋଧ୍ୟାଯ ଫିରେ ତିନି ମାକେ ଭରସନା କରେନ । ରାମକେ ଫିରିଯେ ଆନତେ ଯାନ । କିନ୍ତୁ ରାମ ଆସିଲେନ ନା । ଭରତ ତଥିନ ରାମେର ପାଦୁକା ନିଯେ ଆସେନ । ପାଦୁକା ସିଂହାସନେ ରେଖେ ତିନି ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରେନ ।

ବନବାସେ ରାମ-ସୀତା-ଲଙ୍ଘନେର ତେରୋ ବହୁ କେଟେ ଯାଇ । ହଠାତ୍ ଏକଦିନ ଲଙ୍ଘାର ରାଜା ରାବଣ ବନେ ଆସେନ । ସୀତା ତଥିନ ବନେର କୁଟିରେ ଏକା ଛିଲେନ । ରାବଣ ସୀତାକେ ଏକା ପେଇେ ହରଣ କରେନ ଏବଂ ଲଙ୍ଘାୟ ନିଯେ ଯାନ । ସୀତାକେ ଉଦ୍ଧାରେର ଜନ୍ୟ ରାମ ଲଙ୍ଘାୟ ଯାନ । ରାମେର ସଙ୍ଗେ ଛିଲ ଅନେକ ବାନରସୈନ୍ୟ । ରାମେର ସାଥେ ରାବଣେର ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ । ରାବଣ ପରାଜିତ ହନ । ରାବଣେର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ । ରାମ, ସୀତା ଓ ଲଙ୍ଘନ ଅଯୋଧ୍ୟାଯ ଫିରେ ଆସେନ । ରାମ ରାଜା ହନ ।

ରାମାୟଣ ନିତ୍ୟପାଠ୍ୟ ଧର୍ମଗୀତ । ରାମାୟଣେର କାହିନି ଥେକେ ଆମରା ଅନେକ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇ । ତା ହଲୋ: ପିତା-ମାତାକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରା । ବଢ଼ ଭାଇକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରା । ବୃଦ୍ଧଦେର ସମ୍ମାନ କରା । ଅଧର୍ମେର ବିନାଶ କରା । ଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ହୁଏଯା । ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରଜାଦେର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରା । ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରା ଇତ୍ୟାଦି ।

## ମହାଭାରତ

କୃଷ୍ଣଦୈପ୍ୟାୟନ ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ ରଚନା କରେନ । ମହାଭାରତେର ମୂଳ କାହିନି କୁରୁ-ପାଞ୍ଚବେର ଯୁଦ୍ଧ । ସେଇସମେ ଯୁକ୍ତ ହେବେ ଅନେକ କାହିନି-ଉପକାହିନି । ବିଶାଲ ମହାଭାରତ କରେକଟି ଅଂଶେ ବିଭିନ୍ନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକେ ବଲା ହୁଏ ପର୍ବ । ମହାଭାରତେ ଆଠାରୋଟି ପର୍ବ ରହେଛେ ।

ଆଚିନକାଳେ ଭାରତବର୍ଷେ ହଞ୍ଜିନାପୁର ନାମେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଛିଲ । ଏକସମୟ ତାର ରାଜା ଛିଲେନ ଶାନ୍ତନୁ । ଶାନ୍ତନୁର ତିନ ଛେଲେ । ଦେବବ୍ରତ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଓ ବିଚିତ୍ରବୀର୍ୟ । ଦେବବ୍ରତ ବଡ଼ । ତିନି ଏକ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେଛିଲେନ । ବିଯେ କରିବେନ ନା । ସିଂହାସନେ ବସିବେନ ନା । ଏ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାର ଜନ୍ୟ ତାଁର ନାମ ହୁଏ ଭୀଷମ । ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଅନ୍ତରେ ବସିଲେ ମାରା ଯାନ । ତାଇ ଶାନ୍ତନୁର ପର ବିଚିତ୍ରବୀର୍ୟ ରାଜା ହନ । ବିଚିତ୍ରବୀର୍ୟର ଦୁଇ ଛେଲେ । ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପାଞ୍ଚ । ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଛିଲେନ ଜନ୍ୟକ । ତାଇ ବିଚିତ୍ରବୀର୍ୟର ମୃତ୍ୟୁର ପର ପାଞ୍ଚ ରାଜା ହନ । ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଛିଲ ଏକଶତ ଛେଲେ ଓ ଏକ ମେରେ । ବଡ଼ ଛେଲେର ନାମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ । ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଦେର ବଲା ହୁଏ କୌରବ । ପାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚ ଛେଲେ । ବଡ଼ ଛେଲେର ନାମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର । ତାଁଦେର ବଲା ହୁଏ ପାଞ୍ଚବ । ପାଞ୍ଚର ମୃତ୍ୟୁର ପର ଯୁଧିଷ୍ଠିରକେ ଯୁବରାଜ କରା ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତା ମେନେ ନେନନି ।

ତିନି ପାଞ୍ଚବଦେର ମେରେ ଫେଲାର ଜନ୍ୟ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରେନ । କିନ୍ତୁ ତାଁରା ରକ୍ଷା ପେଇେ ଯାନ । ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଞ୍ଚବଦେର ଅର୍ଦ୍ଧକ ରାଜ୍ୟ ଦାନ କରେନ । ଖାଣ୍ଡବପଣ୍ଡତ ହୁଏ ପାଞ୍ଚବଦେର ରାଜ୍ୟ । ପରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହୁଏ ଇନ୍ଦ୍ରପଣ୍ଡତ । ପାଞ୍ଚବଦେର ରାଜ୍ୟଛାଡ଼ା କରାର ଜନ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନତୁନ ଫନ୍ଦି ଆଁଟେନ । ତିନି ଯୁଧିଷ୍ଠିରକେ ପାଶା ଖେଲାଯ ଆମକ୍ରମ କରେନ । ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଶା ଖେଲାଯ ହେବେ ଯାନ । ପାଶା ଖେଲାଯ ପାଞ୍ଚବଦେର ଜନ୍ୟ ଏକଟା ଶର୍ତ୍ତ ଛିଲ । ହେବେ ଗେଲେ ବାରୋ ବହୁ ବନବାସେ ଥାକତେ ହବେ । ପରେ ଏକ ବହୁ ଅଭିଭାବାସେ ଥାକତେ ହବେ । ଶର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚବରା

ଶ୍ରୀ ଦୌପଦୀସହ ବନବାସେ ଯାନ । ବାରୋ ବହର କେଟେ ଗେଲ । ଏରପର ଛାବେଶେ ତାରା ବିରାଟ ରାଜାର ରାଜ୍ୟ ଯାନ । ସେଥାନେ ତାରା ଏକ ବହର ଅଞ୍ଜାତବାସେ ଥାକେନ । ଶର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରେନ ପାଞ୍ଚବରା । ତାରା ଦୌପଦୀସହ ହଞ୍ଜିନାପୁରେ ଫିରେ ଆସେନ । କିନ୍ତୁ ଦୂର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଦେର ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଫିରିଯେ ଦେନ ନା । ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତଥନ ପାଁଚ ଭାଇୟେର ଜନ୍ୟ ପାଁଚଟି ଥାମ ଚାନ । ଦୂର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଓ ଦେନ ନା । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବାର ମଧ୍ୟେ ଶାନ୍ତି ଆପନେର ଚେଷ୍ଟା କରେନ । କିନ୍ତୁ ସବ ଚେଷ୍ଟାଇ ବ୍ୟର୍ଥ ହୟ ।

ହଞ୍ଜିନାପୁରେର କାହେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନାମେ ଏକଟି ପ୍ରାନ୍ତର ଛିଲ । କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ କୌରାବ ଓ ପାଞ୍ଚବଦେର ମଧ୍ୟେ ଯୁଦ୍ଧ ଶୁରୁ ହୟ । ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ବିପକ୍ଷେ ଗୁରୁଜନ ଓ ଆତୀୟ-ସ୍ଵଜନେରା ଛିଲେନ । ଏହିଦେର ଦେଖେ ଅର୍ଜୁନେର ମନ ବିଷାଦହିତ ହୟ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକେ ବଲେନ- ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ । ଧର୍ମର ଜନ୍ୟ, ନ୍ୟାଯେର ଜନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରଲେ ପାପ ହୟ ନା । ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦେନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ । ଏତେ ଅର୍ଜୁନେର ମନ ଶାନ୍ତ ହୟ । ତିନି ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ସମାତ ହନ । ଅର୍ଜୁନେର ଥିଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଉପଦେଶମୂଳ ପ୍ରଥକଭାବେ ଶ୍ରୀମଙ୍ଗବଦୀତା ନାମେ ପରିଚିତ ।



କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ

ଆଠାରୋ ଦିନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେବ ହୁଏ । ଯୁଦ୍ଧେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନମହ କୌରବ ପକ୍ଷେର ସବ ଯୋଦ୍ଧା ନିଃତ ହନ । ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହଞ୍ଚିନାପୁରେର ରାଜା ହନ । ଯୁଧିଷ୍ଠିରେର ରାଜ୍ଞି ଛତ୍ରିଶ ବହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ଅଜୁନେର ଛେଲେ ଅଭିମନ୍ୟର ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତକେ ରାଜା କରା ହୁଏ । ଦ୍ରୌପଦୀସହ ପଞ୍ଚପାଞ୍ଚବ ରାଜ୍ୟ ଛେଡେ ହିମାଳୟର ପଥେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ହନ । ପଥେ ଏକେ ଏକେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ଚାର ଭାଇୟେର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ । ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସଶୀରେ ଘର୍ଗେ ଯାନ ।

ମହାଭାରତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଚେଇ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ । ଅଧର୍ମ ଓ ଅସତ୍ୟର ବିରକ୍ତକେ ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ । ଯୁଦ୍ଧେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ଜୟ ହୁଏ । ଅସତ୍ୟ ଓ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ହୁଏ । ମହାଭାରତ ଥେବେ ଆମରା ଅନେକ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇ । ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଲନ କରନ୍ତେ ହବେ । କାମନା-ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରେ କାଜ କରନ୍ତେ ହବେ । ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରନ୍ତେ ହବେ । ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପଥେ ଥାକନ୍ତେ ହବେ ।

ମହାଭାରତ ନିତ୍ୟପାଠ୍ୟ ଧର୍ମପାତ୍ର । ମହାଭାରତର କଥା ଅମୃତର ମତୋ । ତା ଶୁଣିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ । ତାଇ କାଶୀରାମ ଦାସ ବଲେଛେ—

**ମହାଭାରତର କଥା ଅମୃତ ସମାପନ ।  
କାଶୀରାମ ଦାସ କହେ ଶୁଣେ ପୁଣ୍ୟବାନ ॥**

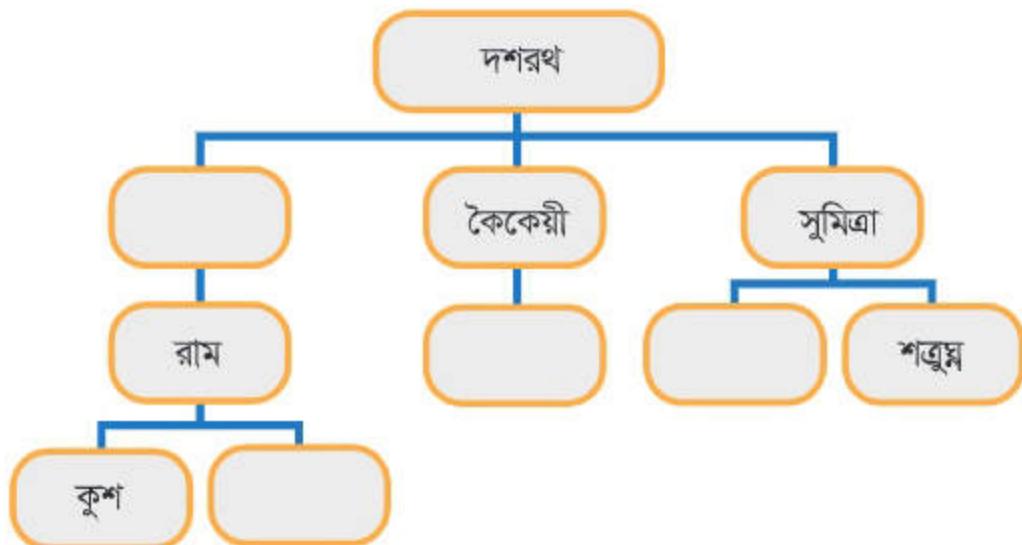


**ତିନଟି କରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖୋ:**

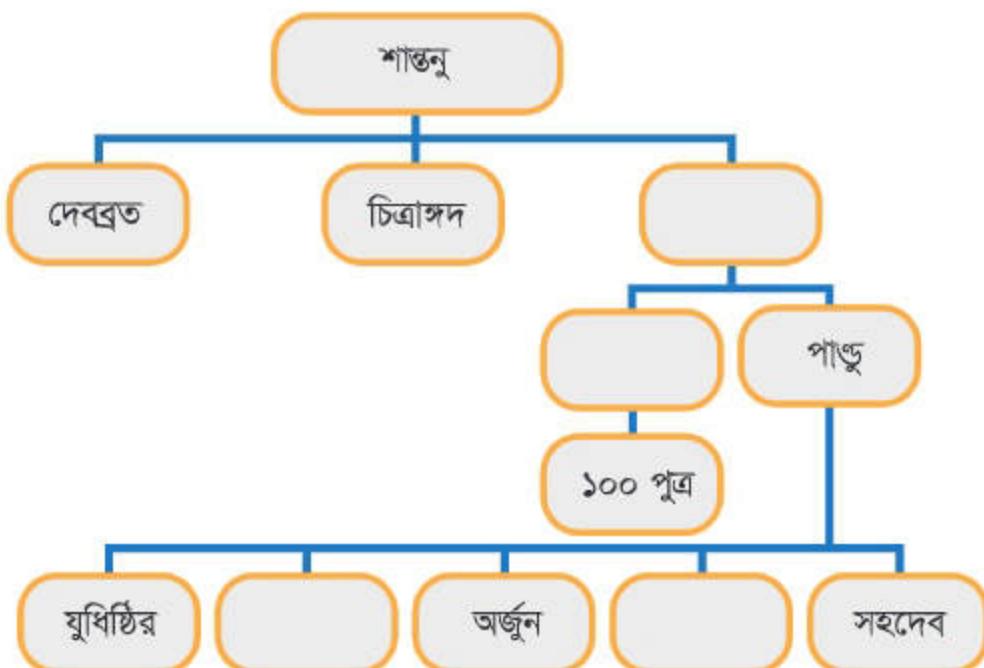
ରାମାୟଣ	ମହାଭାରତ



খালি ঘরে নাম বসিয়ে রামায়ণের বর্ণিত পারিবারিক কাঠামো পূরণ করো:



. খালি ঘরে নাম বসিয়ে মহাভারতের বর্ণিত পারিবারিক কাঠামো পূরণ করো:



## অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. হিন্দুধর্মে রয়েছে অনেক -----।
২. খাণ্ডবপ্রস্তুত হয় ----- রাজ্য।
৩. মহাভারতের কথা -----।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. রাজা দশরথের বড় ছেলে	ধর্মগ্রন্থ।
২. রামায়ণ নিত্যপাঠ্য	ব্যাসদেব।
৩. মহাভারতের রচয়িতা	শ্রীকৃষ্ণ।
৪. মহাভারতের একটি অংশ	যুধিষ্ঠির।
৫. অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন	রাম।
	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

১. রামের সঙ্গে বিয়ে হয়-

ক. মাণবীর

খ. সীতার

গ. উর্মিলার

ঘ. শ্রুতকীর্তির

২. মহাভারতে কয়টি পর্ব আছে?

ক. দশটি

খ. পনেরোটি

গ. সতেরোটি

ঘ. আঠারোটি

৩. রামায়ণ রচনা করেন-

ক. মহর্ষি বাল্মীকি

খ. কৃষ্ণদৈপ্যায়ন

গ. বশিষ্ঠ

ঘ. বিশ্বামিত্র

৪. পাণ্ডবরা কোন রাজার রাজ্যে ছন্দবেশে ছিলেন?

ক. বিরাট রাজা

খ. সগর রাজা

গ. দ্রুপদ রাজা

ঘ. শল্ব রাজা

**৪. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:**

১. এজন্য তাঁর কী নাম হয়? কৈকেয়ী দশরথের কাছে কী বর চেয়েছিলেন?
২. রামায়ণ থেকে আমরা কী নৈতিক শিক্ষা পাই?
৩. দেবত্বত কী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?
৪. কোন যুদ্ধে কোনো পাপ হয় না?

**৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

১. ধর্মগ্রন্থ বলতে কী বোঝা?
২. সংক্ষিপ্ত রামায়ণ-কবিতা থেকে চার লাইন লেখো।
৩. মহাভারত থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেব-দেবী

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সর্বশক্তিমান। অসীম তাঁর ক্ষমতা। অশেষ তাঁর গুণ। তাঁর কোনো আকার নেই। তিনি নিরাকার। তবে তিনি যে কোনো আকার বা রূপ ধারণ করতে পারেন। তিনি তাঁর কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে যে কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারেন। আবার সাধকেরা তাঁর কোনো গুণকে রূপ দেন। এভাবে ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি আকার পায়। রূপ পায়। এই আকার পাওয়াকে দেব-দেবী বলে। দেব-দেবী ঈশ্বরের সাকার রূপ। দেব-দেবীর শক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি। দেব-দেবীর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে। দেব-দেবী অনেক। যেমন— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, সরঞ্জামী, লক্ষ্মী, মনসা, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি। ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন, তাঁর নাম ব্রহ্মা। যে রূপে পালন করেন, তাঁর নাম বিষ্ণু। যে রূপে ধৰ্মস করেন, তাঁর নাম শিব। দুর্গা শক্তির দেবী। সরঞ্জামী বিদ্যার দেবী। লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী।



নিচের ডটগুলো মেলাও



হিন্দুধর্ম শিক্ষা

প্রথম শ্রেণিতে সরুবতী ও গণেশ এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে লক্ষ্মী ও কার্তিক সম্পর্কে জেনেছি।  
এখন শিব ও দুর্গা সম্পর্কে জানব।

## শিব

ঈশ্বর যে দেবতারূপে সংহার বা ধ্বংস করেন, তাঁর নাম শিব। শিব মঙ্গলের দেবতা। মঙ্গলের জন্য তিনি সকল অশুভকে ধ্বংস করেন। ধ্বংস করে তিনি জগতের ভারসাম্য রক্ষা করেন। তাঁর অনেক নাম—  
মহেশ্বর, মহাদেব, ভোলানাথ, নটরাজ ইত্যাদি।



শিব

শিবের গায়ের রং তুষারের মতো সাদা। তাঁর মাথায় জটা। তাঁর তিনটি চোখ। একটি চোখ কপালের  
মাঝখানে। কপালের উপরের দিকে বাঁকা চাঁদ। তাঁর দুটি বাদ্যযন্ত্র— ডমরু ও শিঙ্গা। ত্রিশূল তাঁর প্রধান  
অস্ত্র। তিনি বাঘের চামড়া পরিধান করেন। তাঁর বাহন হচ্ছে ঘাঁড়।

যে কোনো সময়ে শিবের পূজা করা যায়। তবে বিশেষভাবে বিশেষ দিনে শিবপূজা করা হয়। ফাল্গুন  
মাসের কৃক্ষণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে শিবপূজা হয়। এই তিথিকে শিবচতুর্দশী বলা হয়। এই রাত্রিকে বলা  
হয় শিবরাত্রি। শিবের উপাসকেরা শৈব নামে পরিচিত। শিবের পূজা করলে অশুভ ধ্বংস হয়। মঙ্গল  
হয়।



## শিবের প্রণাম মন্ত্র

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।  
নিবেদয়ামি চাআনং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥

সরলার্থ: তিন কারণের (সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের) হেতু শান্ত শিবকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর, তুমই গতি। তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করি।

## দুর্গা

দুর্গা শক্তির দেবী। সকল শক্তির মিলিত রূপ দুর্গা। দুর্গম নামে এক অসুরকে তিনি বধ করেন। এজন্য তাঁর নাম দুর্গা। তিনি জীবের দুর্গতি নাশ করেন। তাই তাঁকে দুর্গাতিনাশিনীও বলা হয়। তাঁর অনেক



## ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା

ନାମ— ମହାମାୟା, ଭଗବତୀ, ଚଣ୍ଡୀ, କାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି । ଅତ୍ସୀ ଫୁଲେର ମତୋ ଦୁର୍ଗାର ଗାୟେର ରଂ । ପୁଣି ର ଚାଦେର ମତୋ ସୁନ୍ଦର ତାର ମୁଖ । ତାର ତିନଟି ଚୋଥ । ଏଜନ୍ୟ ତାକେ ତ୍ରିଲୟନା ବଲା ହୁଯା । ଏକଟି ଚୋଥ କପାଳେର ମାଝଖାନେ । ତାର ମାଥାର ଏକପାଶେ ବାଁକା ଚାଁଦ । ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାର ଦଶ ହାତ । ଏଜନ୍ୟ ତାର ଆର ଏକ ନାମ ଦଶଭୂଜା । ଦଶ ହାତେ ଥାକେ ଦଶଟି ଅଞ୍ଚ । ଏହି ଅଞ୍ଚ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ତାର ବାହନ ସିଂ୍ହ ।

ଧର୍ମହତ୍ୱ 'ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର'ତେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାର କାହିନି ଓ ମାହାତ୍ୟ ବର୍ଣନା କରା ହେବେ । ସେଥାନ ଥେକେ ଜାନା ଯାଇ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକେ ବଧ କରେନ । ତାଇ ତାର ଏକ ନାମ ମହିଷାସୁରମଦିନୀ । ତିନି ଆରା ଅନେକ ଅସୁରକେ ବଧ କରେନ ।

ଦୁର୍ଗାକେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ବଲା ହୁଯା । କାରଣ ତିନି ସକଳ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ କରେନ । ତିନି ଆମାଦେର ଶକ୍ତି ଦେନ । ସାହସ ଦେନ । ତିନି ସକଳ ଦୃଢ଼ଖ-କଷ୍ଟ ଥେକେ ପରିଆଶ କରେନ । ଦୁର୍ଗାନାମ ଘରଣ କରଲେ ସକଳ ବିପଦ ଦୂର ହୁଯା । 'ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା' ବଲେ ଯାତ୍ରା କରଲେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହୁଯା । ଶର୍ଵତ୍କାଳେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୁଯା । ଏଜନ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ବଲା ହୁଯା । ବସନ୍ତକାଳେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୁଯା । ଏକେ ବାସନ୍ତପୂଜା ବଲା ହୁଯା । ଦୁର୍ଗାପୂଜାଯା ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ପାଠ କରା ହୁଯା ।



### ଦୁର୍ଗାର ପ୍ରଣାମ ମତ୍ର

ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଲେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥସାଧିକେ ।

ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ୟାଗକେ ଗୌରି ନାରାୟଣି ନମୋହନ୍ତ ତେ ॥

ସମ୍ବଲାର୍ଥ: ହେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳଦାୟିନୀ, କଲ୍ୟାଣମତୀ, ସର୍ବାର୍ଥପ୍ରଦାନକାରିନୀ, ଆଶ୍ରଯଦ୍ଵର୍ଗପିନୀ, ତ୍ରିଲୟନା, ଗୌରୀ, ନାରାୟଣୀ, ତୋମାକେ ନମକାର ।



ନିଚେର ଶବ୍ଦଗୁଲୋ ଦିଯେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରୋ:

ତ୍ରିଶୂଳ

ଶିବଚତୁର୍ଦଶୀ

ଶୈବ

ଦୁର୍ଗମ ଅସୁର

### ଅନୁଶୀଳନୀ

କ. ଶୂନ୍ୟାଶ୍ଵାନ ପୂରଣ କରୋ:

- ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସେର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷେର ----- ଶିବପୂଜା ହୁଯା ।
- ଶିବେର ଗାୟେର ରଂ ----- ମତୋ ସାଦା ।
- ନମଃ ଶିବାୟ ----- କାରଣତ୍ୟାହେତବେ ।
- ସକଳ ଶକ୍ତିର ମିଳିତ ରୂପ ----- ।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. শিব মঙ্গলের	শৈব।
২. শিবের উপাসকেরা	দেবতা।
৩. দুর্গা দেবীর বাহন	বাসন্তীপূজা।
৪. দুর্গাকে বলা হয়	সিংহ।
৫. বসন্তকালের পূজা	সর্বমঙ্গলা।
	দেবী।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

১. বিদ্যার দেবী হলেন-

- |            |            |
|------------|------------|
| ক. দুর্গা  | খ. লক্ষ্মী |
| গ. সরস্বতী | ঘ. কালী    |

২. শিবের বাদ্যযন্ত্রের নাম-

- |          |         |
|----------|---------|
| ক. বাঁশি | খ. ডমরু |
| গ. তবলা  | ঘ. ঢাক  |

৩. দেবী দুর্গার এক নাম-

- |          |               |
|----------|---------------|
| ক. চণ্ণী | খ. সরস্বতী    |
| গ. মনসা  | ঘ. সত্ত্বায়ী |

৪. দুর্গাপূজায় পাঠ করা হয়-

- |          |            |
|----------|------------|
| ক. ভাগবত | খ. মহাভারত |
| গ. গীতা  | ঘ. চণ্ণী   |

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. দুর্গাকে কেন দুর্গতিনাশিনী বলা হয়?
২. দুর্গাপূজাকে কেন শারদীয় পূজা বলা হয়?
৩. শিবচতুর্দশী বলতে কী বোঝা?
৪. দুর্গাপূজার শক্তির প্রকাশ কীভাবে ঘটে?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. দেব-দেবী বলতে কী বোঝ?
২. দেবী দুর্গার রূপের বর্ণনা দাও।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব



তুমি অংশ নিয়েছ এমন কয়েকটি পূজার নাম লেখো:

১.

২.

৩.

৪.

ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রতীক বা রূপ হচ্ছে দেব-দেবী। আমরা দেব-দেবীর কৃপা লাভ করার জন্য পূজা করি। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। দেব-দেবীর পূজা করলে ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়। পূজা করলে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। তখন আমাদের মঙ্গল হয়।

পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা করা। পূজা অর্থে আরাধনা এবং অর্চনা করাও বোঝায়। পূজা বলতে বোঝায় দেব-দেবীর স্তুতি করা। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। নানা উপকরণ দিয়ে দেব-দেবীর পূজা করা হয়। উপকরণগুলো হলো: ফুল-ফল, দূর্বা, তুলসীগাতা, বেলপাতা, জল, চন্দন, আতপচাল, ধূপ-দীপ ইত্যাদি। দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরি করে পূজা করা হয়। মন্দিরে সাজসজ্জা করা হয়। সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয়। পূজার সময় পবিত্র মনে মন্ত্র পাঠ করতে হয়। তারপর পুস্পাঙ্গলি প্রদান, আরতি এবং ধ্যান করতে হয়। পূজা শেষে দেবতাকে প্রণাম করতে হয়।

পার্বণ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠান। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজায় বিভিন্ন ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়। যে উৎসবগুলো পূজাকে আনন্দময় করে তোলে তাকে পার্বণ বলে। আনন্দের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পার্বণ পালিত হয়। পালিত পার্বণগুলোর মধ্যে নববর্ষ, পৌষসংক্রান্তি, চৈত্রসংক্রান্তি, নবাহ্ন, দোলযাত্রা, বিজয়া দশমী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পূজা-পার্বণের অঙ্গের মধ্যে রয়েছে— দেব-দেবীর প্রতিমা নির্মাণ। মন্দির বা ঘর সাজানো। বিভিন্ন ধরনের বাদ্যের আয়োজন করা। বিশেষ করে ঢাক, ঢোল, ঘন্টা, করতাল, কঁসি, শঙ্খ ইত্যাদি বাদ্য বাজানো। সকলের সাথে ভাববিনিময়। নানা ধরনের খাওয়া-দাওয়া। বিভিন্ন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা।



বৰ্থযাত্ৰা

হিন্দুধর্মে প্রায় সারা বছৰ নানা পূজার আয়োজন কৱা হয়। আমাদেৱ প্ৰধান পূজাগুলো হচ্ছে দুৰ্গাপূজা, সৱৰষতীপূজা ও লক্ষ্মীপূজা। সকলে মিলে মন্দিৱে পূজা কৱে। পূজাৰ সময় একে অপৱেৱ সাথে শুভেচছা বিনিময় কৱে। বিভিন্ন রকমেৱ মিষ্টি, নাড়ু ও ফল খেয়ে থাকে। শিশুৰা নানা ধৰনেৱ খেলা ও আনন্দে মেতে ওঠে। সকলে মিলে যখন পূজা কৱা হয় তখন পূজা হয়ে ওঠে উৎসবমুখৰ। এই উপলক্ষে ধৰ্মীয় আলোচনা সভা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। মেলা বসে। শোভাযাত্ৰা হয়। পূজাতে এৱুগ নানা উৎসবেৱ আয়োজন কৱা হয়। সকলেৱ অংশত্বহৰণে এসব উৎসব সৰ্বজনীন হয়ে ওঠে।



সবাই মিলে শ্রেণিকক্ষে রথযাত্রার ভূমিকাভিনয় করো।

### অনুশীলনী

#### ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. দেব-দেবীর পূজা করলে ----- পূজা করা হয়।
২. আনন্দের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ----- পালিত হয়।
৩. সকলের ----- উৎসব সর্বজনীন হয়ে ওঠে।
৪. সকলে মিলে ----- পূজা করা হয়।

#### খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. পূজা করলে সন্তুষ্ট হয়	পৌষপার্বণ।
২. একটি পার্বণের নাম	বাদ্যযন্ত্র।
৩. পূজায় ব্যবহৃত হয়	দেবতারা।
৪. পূজা শেষে দেবতাকে	প্রণাম করতে হয়।
	সরস্বতীপূজা।

#### গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

##### ১. পূজা শব্দের একটি অর্থ-

ক. প্রশংসা করা

খ. আনন্দ-উৎসব করা

গ. গান-বাজনা করা

ঘ. নৃত্য করা

##### ২. উৎসব বলতে বোঝায়-

ক. পুতুল খেলা

খ. আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠান

গ. বই পড়া

ঘ. বিদ্যালয়ে যাওয়া

##### ৩. আমাদের প্রধান পূজাগুলোর একটি হচ্ছে-

ক. নীলপূজা

খ. দুর্গাপূজা

গ. কার্তিকপূজা

ঘ. গণেশপূজা

৪. দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হলে কে সন্তুষ্ট হন?

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| ক. আত্মীয়-স্বজন | খ. প্রতিবেশী |
| গ. বন্ধু-বান্ধব  | ঘ. ঈশ্বর     |

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. আমরা কেন পূজা করি?
২. পূজার উপকরণগুলো কী?
৩. পূজায় কী কী বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়?
৪. আমাদের প্রধান পূজা কী কী?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. পার্বণ বলতে কী বোঝা? আমাদের পার্বণগুলোর নাম লেখো।
২. পূজা-পার্বণের অঙ্গগুলো বর্ণনা করো।

চতুর্থ পরিচেছন  
অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ



তোমার ঘরে যে যে ধর্মগ্রন্থ আছে সেগুলোর নাম লেখো:

আমাদের দেশে চারটি প্রধান ধর্ম রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কুরআন। আল্লাহর বাণী পবিত্র কুরআন এছে সংকলিত রয়েছে। কুরআন প্রথম আরবি ভাষায় লেখা হয়।

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। গৌতম বুদ্ধের ধর্মবাণী তিনটি পিটক বা এছে সংকলিত রয়েছে। তিনটি পিটক হলো: সূত্র পিটক, বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক। এ তিনটি পিটককে একত্রে ত্রিপিটক বলে। ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত।

পবিত্র বাইবেল খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বাইবেল শব্দের অর্থ বই বা গ্রন্থ। বাইবেল মূলত অনেকগুলো গ্রন্থের সমষ্টিয়ে গঠিত। এই বইগুলোতে দৈশ্বরের বাণী আছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে এই বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। বাইবেলের প্রথম বইটি হিন্দু ভাষায় লেখা হয়।

সকল ধর্মগ্রন্থই পবিত্র। নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। সকল ধর্মগ্রন্থের প্রতি সম্মান জানানো আমাদের কর্তব্য।



বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ



খালি ঘর পূরণ করো:

কুরআন	
ত্রিপিটক	
বেদ	হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মসম্পর্ক
বাইবেল	



নিচের লেখা অনুসারে খালি ঘরে বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকো:

ঈশ্বরের বাণী

গৌতম বুদ্ধের বাণী

আল্লাহর বাণী

### অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

- আমাদের দেশে ----- প্রধান ধর্ম রয়েছে।
- সকল ----- পবিত্র।
- বাইবেল শব্দের অর্থ -----।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ	পবিত্র কুরআন।
২. তিনটি পিটককে একত্রে বলা হয়	ধর্মগ্রন্থ।
৩. প্রত্যেক ধর্মে রয়েছে নিজস্ব	বাইবেল।
৪. তিনটি পিটকের একটি হলো	ত্রিপিটক।
	অভিধর্ম।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

## ১. করআন প্রথম লেখা হয়-



## ২. ত্রিপিটক কোন ভাষায় রচিত?

- |          |           |
|----------|-----------|
| ক. বাংলা | খ. উর্দু  |
| গ. পালি  | ঘ. হিন্দি |

### ৩. বাংলাদেশে প্রধান ধর্ম কয়টি?

- ক. দুই  
গ. চার

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. গৌতম বুদ্ধের ধর্মবাণী কোথায় আছে?

২. বাইবেলের প্রথম বইটি কোন ভাষায় লেখা হয়েছে?

#### ৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. 'সকল ধর্মগ্রন্থের প্রতি সম্মান জানানো আমাদের কর্তব্য'- কেন?

২. বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করো।

পঞ্চম পরিচেদ  
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান



অন্য ধর্মাবলম্বী তোমার প্রিয় তিনজন বন্ধুর নাম লেখো। কেন তাদেরকে পছন্দ করো তা লেখো:

বন্ধু	পছন্দ করার কারণ

## হিন্দুধর্ম শিক্ষা

আমাদের অন্য ধর্মাবলম্বী অনেক বন্ধু আছে। তাদের ধর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা উচিত। প্রত্যেক ধর্মের মানুষই কিছু ধর্মীয় উৎসব পালন করে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদ। আরবি ঈদ শব্দের অর্থ উৎসব। মুসলমানরা বছরে দুইটি ঈদ উদযাপন করে। ঈদুল ফিতৰ ও ঈদুল আজহা। ঈদের দিন মুসলমানরা দল বেঁধে মসজিদ ও ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করে। একজন আর একজনকে ‘ঈদ মোবারাক’ বলে শুভেচ্ছা জানায়। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু, শিশু সবাই মিলে ঘুরে বেড়ায়। আনন্দ উপভোগ করে। খাওয়া-দাওয়া করে। মুসলমানদের আরও কয়েকটি ধর্মীয় উৎসব রয়েছে। ঈদ-ই-মিলাদুল্লাহি, শব-ই-বরাত, শব-ই-কদর, আশুরা ইত্যাদি।



ঈদুল ফিতৰ



## বুদ্ধপূর্ণিমা

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বুদ্ধপূর্ণিমা। গৌতম বুদ্ধের জন্মাদিন উপলক্ষ্যে এই উৎসব পালন করা হয়। এই সময় বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা বিশেষ ধ্যান করে। শিশুরাও তাতে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করে। মাঘীপূর্ণিমাও বৌদ্ধদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব।



ବଡ଼ଦିନ

ଶ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମବଳସ୍ଥୀଦେର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମୀୟ ଉତ୍ସବ ବଡ଼ଦିନ । ପ୍ରତିବହର ୨୫ ଡିସେମ୍ବର ଯିଶୁ ଖ୍ରୀଟୋର ଜନ୍ମଦିନଟି ବଡ଼ଦିନ ହିସେବେ ପାଲନ କରା ହୁଏ । ଆମାଦେର ଦେଶେ ଶ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମେର ଅନୁସାରୀରା ଏହି ଦିନେ ଗିର୍ଜାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ । ଏକେ ଅପରକେ ଉପହାର ଦେଇ । ସବାଇ ମିଳେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ ଓ ଖାଓସ୍ତା-ଦାଓସ୍ତା କରେ । ଏହାଡ଼ା ତାରା ଗୁଡ ହଙ୍ଗଇବେ ଓ ଇସ୍ଟାର ସାନତେ ପାଲନ କରେ ।

ମାନ୍ସଦାୟିକ ସମ୍ପ୍ରଦୟର ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ । ବାଂଲାଦେଶେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ବୌଦ୍ଧ, ଶ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଧର୍ମେର ମାନୁସ ଏକସାଥେ ବାସ କରେ । ଏ ଦେଶେର ମାନୁସ ନିଜ ଧର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମେର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ । ଈଦ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ବୁଦ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବଡ଼ଦିନ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସବେ ସକଳ ଧର୍ମେର ମାନୁସ ଅଂଶ୍ରାହଣ କରେ । ସକଳେର ମନ୍ଦିର କାମନା କରେ । ଅନେକ ଶିକ୍ଷାପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ହୁଏ । ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜାଯ ସକଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନାନାଭାବେ ଅଂଶ୍ରାହଣ କରେ । ଏକେ ଅନ୍ୟକେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜାନାଯ । ଧର୍ମୀୟ ଉତ୍ସବ ଛାଡ଼ାଓ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରଖେଛେ । ସେମନ- ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗାନ୍ଧେରିଆ, ବିରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି । ଏ ସକଳ ଅନୁଷ୍ଠାନେଓ ସକଳ ଧର୍ମେର ମାନୁସ ଅଂଶ୍ରାହଣ କରେ ।

ସକଳ ଧର୍ମେର ମୂଳ ଲଙ୍ଘନ ହଚ୍ଛେ ମାନବକଲ୍ୟାଣ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବଜ୍ଞାନ । ଏହି ଚେତନାକେ ଧାରণ କରତେ ହବେ । ସକଳ ଧର୍ମେର ମାନୁସ ଏକେ ଅପରେର ବିପଦେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେ । ସକଳେ ମିଳେମିଶେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଅବହ୍ଵାନ କରବେ ।



ଅନ୍ୟ ଧର୍ମେର ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଯୋଗ ଦେଇବ ବିଷୟଟି ଦଲଗତ/ ଜୋଡ଼ାଯ ଅଭିନୟ କରେ ଦେଖାଓ ।



## তোমার বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ইদ/ বুদ্ধপূর্ণিমা/ বড়দিনের একটি শুভেচ্ছা বার্তা লেখো:

প্রিয়...  
..... শুভেচ্ছা জানাই।

ইতি



## যাচাই করি

### সঠিক বাক্য লেখো:

প্রত্যেক ধর্মের মানুষ ধর্মীয় উৎসব পালন করে না।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একমাত্র ধর্মীয় উৎসব বুদ্ধপূর্ণিমা।

ঈদের দিনে মুসলমানরা দলবেদে ঈদগাহে নামাজ পড়তে যায় না।

খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা প্রতিবছর ২৫ ডিসেম্বর 'ইস্টার সান ডে' হিসেবে পালন করে।

এ দেশের মানুষ শুধু নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নয়।

## অনুশীলনী

## ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. আমাদের অন্য ----- অনেক বন্ধু আছে।
২. বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব -----।
৩. অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ----- পূজা হয়।

## খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. হিন্দুদের একটি সামাজিক উৎসব	শ্রদ্ধাশীল।
২. খ্রীষ্টানদের একটি উৎসব	মাঘীপূর্ণিমা।
৩. বৌদ্ধদের একটি উৎসব	অশ্বথাশন।
৪. প্রত্যেক ধর্মের প্রতি আমরা	গুড় ফ্রাইডে।
	উপনয়ন।

## গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

## ১. বুদ্ধপূর্ণিমা কী উপলক্ষে পালিত হয়?

ক. গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন

খ. চীবরদান

গ. মাঘীপূর্ণিমা

ঘ. প্রদীপদান

## ২. ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব-

ক. শব-ই-বরাত

খ. আশুরা

গ. শব-ই-কদর

ঘ. ঈদ

## ৩. হিন্দুদের একটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব-

ক. জন্মাষ্টমী

খ. গায়েহলুদ

গ. হাতেখড়ি

ঘ. পৌষপার্বণ

## ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

## ১. বড়দিন উপলক্ষে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা কোথায় যায়?

## ২. ধর্মের মূল লক্ষ্য কী?

## ৩. আমাদের কীভাবে অবস্থান করা উচিত?

## ৪. ঈদের দিন মুসলমানেরা ঈদগাহে কেন যায়?

## ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

## ১. ঈদ উপলক্ষে মুসলমানেরা কী করে?

## ২. বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে আলোচনা করো।

## ৩. সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান— বুঝিয়ে বলো।

পঞ্চম অধ্যায়

## প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং দেশপ্রেম

### প্রথম পরিচেনা

### মানুষ, প্রকৃতি ও জীব

যা স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা প্রকৃতি। ঈশ্বর প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। মানুষ প্রকৃতি সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃতি পৃথিবীর স্বাভাবিক রূপ।



জীব ও প্রকৃতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

প্রকৃতিতে মানুষসহ যাদের জীবন আছে তারা জীব। অন্যরা জড়। প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে আমরা বেঁচে থাকি। আমরা বাতাসের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিই। নদী থেকে জল পাই। মাটিতে ফসল হয়। সে ফসল থেকে আমাদের খাবার তৈরি হয়।

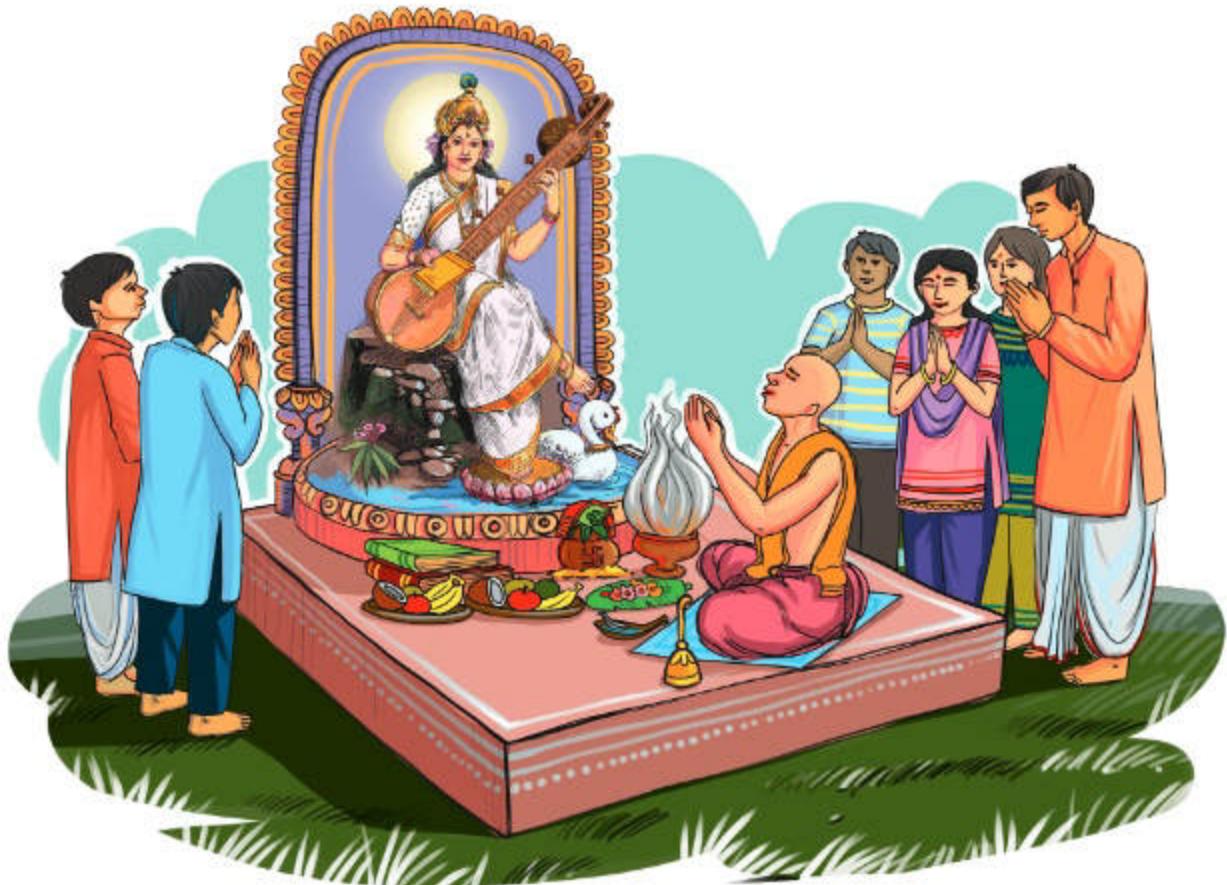
## হিন্দুধর্ম শিক্ষা

গাছ আমাদের অক্ষিজেন দেয়। সেই অক্ষিজেন আমরা গ্রহণ করি। গাছের কাঠ দিয়ে আমরা ঘরবাড়ি নির্মাণ করি। সেখানে আমরা বসবাস করি। আমরা যে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফলমূল খাই—সবই জীবের কাছ থেকে পাওয়া।

জড় বস্তুর কাছ থেকেও আমরা উপকার পাই। পাহাড়-পর্বত থেকে পাথর পাই। পাথর নানা কাজে লাগে। পর্বতের উপর বরফ জমে। বরফ গলে জল হয়। আকাশের সূর্য থেকে আমরা আলো পাই। এই আলোতে অঙ্ককার দূর হয়। সূর্যের আলোতে গাছপালা জীবন পায়। ফলে প্রকৃতিকে জীবজগৎ থেকে পৃথক করা যায় না। হিন্দুধর্মতে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অভিন্ন। আমাদের প্রতিটি পূজাতে ধ্রুতিক নানা উপকরণের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতিকে রক্ষা করা আমাদের ধর্মের অঙ্গ। এ কারণে প্রকৃতিকে আমরা নানাভাবে শ্রদ্ধা করি, স্তুতি করি।



কিছুক্ষণ ভাবো, প্রকৃতি আমাদের কীভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে। অন্য বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলো। এবার নিচের ঘরে লেখো:



## সরুষতীগুজা

সরুষতীগুজার উপচারগুলো একবার দেখা যাক। পলাশসহ নানারকম ফুল, আমের পল্লব, বেলপাতা, ঘবের শীষ ইত্যাদি। অন্যান্য পূজাতেও বিভিন্ন ফুল-ফল-পাতা-কাণ্ড ও শস্য লাগে। এসব কোনো না কোনো বিশেষ গুণসম্পন্ন। আবার কিছু কিছু পূজায় গাছ লাগে। যেমন কলা, তুলসী, বেল, বট ইত্যাদি। অর্থাৎ পূজা-অর্চনার জন্য আমাদেরকে গাছের কাছে যেতে হয়। তাই বিভিন্ন উপকারী গাছ বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

আমাদের সকল দেবতার নির্দিষ্ট বাহন আছে। সেসব বাহন কোনো না কোনো প্রাণী। যেমন কার্তিকের ময়ূর, গণেশের ইন্দুর, সরুষতীর রাজহাঁস। এসব প্রাণী আমাদের কাছে অনেক শুদ্ধার। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ বিভিন্ন প্রাণীর ওপরেও নির্ভর করে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজ করেন। তাই জীবহত্যা মহাপাপ। অকারণে আমরা জীবহত্যা করব না।



ନିଚେର ଗାଛଟିର କୋନ କୋନ ଅଂଶ ଆମାଦେର କାଜେ ଲାଗେ ଚିହ୍ନିତ କରୋ । କୀ କୀ  
କାଜେ ଲାଗେ ବଲୋ:



ଅନୁଶୀଳନୀ

କ. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରୋ:

1. ପ୍ରକୃତି ପୃଥିବୀର ----- ରୂପ ।
2. ----- ଥେକେ ଜଳ ପାଇ ।
3. ଗାଛେର କାଠ ଦିଯେ ଆମରା ----- ନିର୍ମାଣ କରି ।
4. ଜୀବହତ୍ୟା ----- ।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

কার্তিক	পেঁচা
সরঞ্জাম	ময়ূর
দুর্গা	রাজহঁস
লক্ষ্মী	সিংহ
	ইন্দুর

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

১. যাদের জীবন আছে তারা-

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| ক. প্রস্তর | খ. ফুল-ফল       |
| গ. জীব     | ঘ. গ্রহ-নক্ষত্র |

২. প্রকৃতির স্তুষ্টা কে?

- |          |           |
|----------|-----------|
| ক. ঈশ্বর | খ. মানুষ  |
| গ. দেবতা | ঘ. দুর্গা |

৩. আমাদের অঞ্চিজেনের উৎস কী?

- |         |          |
|---------|----------|
| ক. জল   | খ. পর্বত |
| গ. ভূমি | ঘ. বৃক্ষ |

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

- কার্তিক এবং গণেশের বাহনের নাম লেখো।
- পূজা-আচন্নার জন্য আমাদের কোথায় যেতে হয়?
- পাহাড়-পর্বতের কাছ থেকে আমরা কী উপকার পাই?
- হিন্দুধর্মে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- প্রকৃতির ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয় কেন?
- জড় বস্তু থেকে আমরা কী উপকার পাই?
- অকারণে জীবহত্যা করা উচিত নয় কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ  
প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয়



অঙ্গীকৃত বর্ষ '২০২৩

থ্রুটি



ছবিতে কোন কোন প্রাণী আছে নিচে তাদের নাম লেখো:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ধান, গম, ডাল এসব ফসল। ফসল থেকে মানুষের খাবার তৈরি হয়।

ইঁদুর ফসল নষ্ট করে। চড়ুই পাখিও ফসল নষ্ট করে। একবার চীন দেশে এসব প্রাণীকে হত্যার অভিযান শুরু হয়। তারা ভেবেছিল এতে ফসলের উৎপাদন বাঢ়বে। কিন্তু পরের বছর থেকে ফসল উৎপাদন কমতে শুরু করে। পরে তারা বুঝতে পারে যেসব প্রাণীকে ক্ষতিকর মনে হয়, কিন্তু তারা ক্ষতিকর নয়। প্রকৃতিতে তাদেরও অবদান আছে। চড়ুই পাখি কৌটপতঙ্গ খায়। ইঁদুর মাটির উর্বরতা বাঢ়ায়।

আমাদের ধর্মে সকল প্রাণীর প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছে। দেবী মনসার সঙ্গে সাপকেও আমরা শ্রদ্ধা করি। কারণ সাপ আমাদের উপকার করে। সাপ ইঁদুর খায়।

প্রকৃতিতে প্রতিটি সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। নইলে ঈশ্বর তা সৃষ্টি করতেন না। একটু চারদিকের জীবদের দিকে তাকিয়ে দেখো। দেখবে প্রত্যেকটি জীব আমাদের কোনো না কোনো উপকারে আসে। একটি জীব আর একটি জীবের ওপর নির্ভরশীল। কোনো একটি জীব বিলুপ্ত হলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়।

ঘর-বাড়ি তৈরির জন্য জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে। বন কাটা হচ্ছে। কৃষি কাজের জন্যও বন উজাড় হচ্ছে। এতে পশু-পাখির বাসস্থান কমে যাচ্ছে। অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে প্রকৃতি বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে।

বন-জঙ্গল কেটে ফেললে বৃষ্টিপাত কমে যায়। ভূমিক্ষয় হয়। সবুজ প্রান্তর পরিণত হয় মরুভূমিতে। গাছের অভাবে দিন দিন পৃথিবীর তাপমাত্রা বাঢ়ছে। এজন্য বন্যা, খরা, ঘূর্ণিবাড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্ঘেগ বেড়েই চলছে। এতে আমাদের খাদ্য, বাসস্থানের সংকট দেখা দিচ্ছে। তাই প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে পারলে আমাদের অস্তিত্ব সুরক্ষিত হবে।



খরার দৃশ্য



ବନ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ



ନିଚେର ଛକ୍ତି ପୂରଣ କରୋ । ଏକଟି କରେ ଦେଖାନୋ ହଲୋ :

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟ	କ୍ଷତି
ବନ୍ୟା	ଘର-ବାଡ଼ି ଭୁବେ ଯାଇ, ଫସଲେର କ୍ଷତି ହଇ

### ଅନୁଶୀଳନୀ

କ. ଶୂନ୍ୟଷ୍ଠାନ ପୂରଣ କରୋ:

୧. ଚଢ଼ି ପାଥି ----- ଯାଇ ।
୨. ଅନେକ ଥାଣୀ ----- ହେବେ ଯାଚେ ।
୩. ହିନ୍ଦୁର ଫସଲ ----- କରେ ।
୪. ବନ-ଜଙ୍ଗଳ କେଟେ ଫେଲିଲେ ----- କମେ ଯାଇ ।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. ফসল থেকে মানুষের	প্রয়োজন আছে।
২. প্রকৃতিতে প্রতিটি সৃষ্টির	খাবার তৈরি হয়।
৩. ঘর-বাড়ি তৈরির জন্য	বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।
৪. অনেক প্রাণী	জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে।
	রাস্তাঘাট নির্মিত হয়।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

১. ইন্দুর মাটির কী বাড়িয়ে দেয়?

  - ক. উর্বরতা
  - খ. ক্ষয়
  - গ. মরুকরণ
  - ঘ. লবণাত্ততা

২. একটি জীবের ওপর আর একটি জীব-

  - ক. ক্ষতিকর
  - খ. হিংসাপরায়ণ
  - গ. নির্ভরশীল
  - ঘ. ভীতিকর

৩. বন-জঙ্গল কেটে ফেললে কাদের বাসন্তানের অভাব হয়

  - ক. মানুষের
  - খ. পশু-পাখির
  - গ. মাছের
  - ঘ. কুমিরের

৪. পৃথিবীর তাপমাত্রা কেন বাড়ছে?

  - ক. সূর্যের তাপে
  - খ. গাছের অভাবে
  - গ. ইটভাটার জন্য
  - ঘ. মরুভূমির জন্য

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. ঘর-বাড়ি তৈরির জন্য কী ক্ষতি হচ্ছে?
  ২. চীন দেশে একবার পাখি মারার জন্য কী হয়েছিল?
  ৩. সাপ আমাদের কীভাবে উপকার করে?
  ৪. জীব বিলঙ্ঘ হলে কী হবে?

## ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. প্রাণী সংরক্ষণে তোমার করণীয় কী তা লেখো ।
  ২. পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার জন্য প্রকতিতে কী পরিবর্তন হচ্ছে?

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ জীবসেবা



গ্রামীণ জীবন



ছবিতে পশুরা আমাদের কী কী উপকার করছে, নিচে লেখো:

...  
...  
...

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন- জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

ঈশ্বর জীবের অন্তরে অবস্থান করেন। তাই সকল জীবকে ভালোবাসব। ভালোবাসব ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে। কারণ ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা মানে ঈশ্বরকে ভালোবাসা। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসলে ঈশ্বর সমৃষ্ট হন। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করেন।

অনেকেই পথের কুকুরকে দেখলে চিল ছেঁড়ে। পাখি শিকার করে। চিড়িয়াখানায় গেলে পশু-পাখিদের বিরত করে। এসব করা উচিত নয়। এসব কাজ অন্যায়, পাপ। কেননা এদেরও ধ্রাণ আছে, অনুভূতি আছে। এদের কষ্ট হয়।

গোষা কুকুর আমাদের নিরাপত্তা দেয়। গরুছাগল গৃহপালিত ধ্রাণী। এরা আমাদের দুধ দেয়। গরুর গোবর থেকে সার হয়। কৃষিকাজে সাহায্য হয়। পাখি আমাদের আনন্দ দেয়। প্রকৃতিকে সুন্দর রাখে। পোকা-মাকড় খেয়ে ফসল উৎপাদন বাড়ায়। তাই পশু-পাখির যত্ন নিলে আমাদেরই উপকার হয়। এতে ঈশ্বরেরও সেবা করা হয়।

আমরা চাইলে খুব সহজে পশু-পাখির উপকার করতে পারি। তৃষ্ণার্ত ধ্রাণীর জন্য জলের ব্যবস্থা করা যায়। ফেলে দেয়া হাড়ি-কুড়ি দিয়ে পাখির জন্য বাসা বানানো যায়। খাবারের উচিষ্ট রেখে দিতে পারি বিভিন্ন পোষা ধ্রাণী, যেমন-কুকুর, বিড়ালের জন্য। একটু যত্ন নিলে অনেক অসুস্থ পশু বেঁচে যায়। শুকনো মৌসুমে গাছে জল দিতে পারি। বর্ষায় গাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার করে দিতে পারি। এতে জীবসেবা হয়।



**পশু, পাখি ও গাছের জন্য তোমরা কী কী করতে পারো লেখো:**

পশুর জন্য	পাখির জন্য	গাছের জন্য



তোমার প্রিয় পশু অথবা পাখির ছবি আঁকো:



তৃষ্ণার্ত পাখির জন্য তুমি কী করতে পারো? লেখো:

### অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. পোষা কুকুর আমাদের ----- দেয়।
২. সকল জীবকে -----।
৩. শুকনো ----- গাছে জঙ্গ দিতে পারি।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. জীবে প্রেমের কথা বলেছেন	ভালোবাসব।
২. গুরুর গোবর থেকে	স্বামী বিবেকানন্দ।
৩. পাখি আমাদের	সার হয়।
৪. গুরু-ছাগল	স্বামী স্বরূপানন্দ।
৫. ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে	আনন্দ দেয়।
	গৃহপালিত প্রাণী।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

১. পাথি কীভাবে ফসলের উৎপাদন বাড়ায়?

  - ক. ফসল খেয়ে
  - খ. গাছে বসে
  - গ. পোকা-মাকড় খেয়ে
  - ঘ. মাঠের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে

২. কুকুর আমাদের কী দেয়?

  - ক. কাপড়
  - খ. নিরাপত্তা
  - গ. আশ্রয়
  - ঘ. খাদ্য

৩. গোবর আমরা কী হিসেবে ব্যবহার করি?

  - ক. সার
  - খ. মাটি
  - গ. ঘাস
  - ঘ. কাঠ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. জীবের জন্য বিবেকানন্দ কী বলেছেন?
  ২. পশু-পাখির প্রতি কী করা উচিত নয়?
  ৩. পশু-পাখিদের যত্ন করলে কী হয়?
  ৪. কীভাবে পাখিদের জন্য বাসা বানানো যায়?

### ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. 'জীবকে ভালোবাসলে দৈশ্বরকেই ভালোবাসা হয়।'- এ সম্পর্কে তোমার ভাবনাগুলো লেখো।
  ২. পশু-পাখির উপকারের জন্য তুমি কী কী করতে পারো?

চতুর্থ পরিচেদ

## দেশপ্রেম



এসো সবাই মিলে একটি দেশাত্মোধক গান গেয়ে ক্লাস শুরু করি।

যেখানে মানুষ জন্ম নেয় সেটাই তার জন্মভূমি। প্রত্যেকেই কোনো না কোনো দেশে জন্ম নেয়। যেখানে মানুষ জন্ম নেয় এবং বসবাস করে সেটা সেই মানুষের দেশ। দেশকে ভালোবাসাই দেশপ্রেম। রামায়ণে দেশপ্রেমের সুন্দর একটি গল্প আছে।

### শ্রীরামের দেশপ্রেম

রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা আছে। যুদ্ধে রাবণের মৃত্যু হয়। রাবণের ভাই বিভীষণ লক্ষ্মার সিংহাসনে বসেন। তখন লক্ষ্মা খুবই সমৃদ্ধ একটি দেশ ছিল। আবহাওয়া ছিল মনোরম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও ছিল দেখার মতো। শ্রীরামের জন্মভূমি ছিল অযোধ্যা। পিতৃসত্য পালনের জন্য তাঁকে জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছিল। তাঁকে চৌদ্দ বছর বনবাসে থাকতে হয়েছিল। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধশৈব্যে তিনি লক্ষ্মায় থেকে যেতে পারতেন। বিভীষণ তাঁকে সেই অনুরোধ করেছিলেন। বিভীষণ ছিলেন রামের বন্ধু।



বিভীষণ ও রামের কথগোকথন

রাম বিভীষণের অনুরোধ গ্রহণ করেননি। রাম বলেন,

**ইয়ৎ স্বর্ণপুরী লঙ্ঘা ন মহ্যৎ রোচতে সখে।  
জননী জন্মভূমিচ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥**

বঙ্গ, লঙ্ঘা স্বর্ণপুরী তবু মোর প্রিয় নয়।  
জননী-জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ হয় ॥

এ কথায় শ্রীরামের গভীর দেশপ্রেম বোঝা যায়। তাঁর কাছে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় ছিল জন্মভূমি। নিজের দেশ। তাঁর কাছে জন্মভূমিই জননী। এভাবেই দেশকে ভালোবাসতে হয়।

রামায়ণে আরও আছে, রামচন্দ্র বনবাসে যাচ্ছেন। তখন বারবার ফিরে তাকিয়েছেন অযোধ্যার দিকে। প্রিয় অযোধ্যাকে প্রগাম জানিয়েছেন। আর কবে দেখা হবে। আর কবে দেখতে পাবেন প্রিয় জন্মভূমিকে। এর মধ্য দিয়েও রামচন্দ্রের দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়।



দেশকে সুন্দর করে তুলতে তুমি কী কী কাজ করতে পারো ?

১.

২.

৩.

অনুশীলনী

**ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:**

১. দেশকে ভালোবাসাই ----- !
২. শ্রীরামের ----- ছিল অযোধ্যা ।
৩. জননী ----- স্বর্গাদপি গরীয়সী ।
৪. শ্রীরামের গভীর ----- বোঝা যায় ।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. রাবণের ভাই ছিলেন	রাম।
২. জননী-জন্মভূমি দ্বর্গের থেকেও	বিভীষণ।
৩. পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম	রাবণ।
৪. লক্ষ্মার রাজা ছিলেন	জন্মভূমি ছেড়েছিলেন।
৫. লক্ষ্মা একটি সমৃদ্ধ	দেশ ছিল। শ্রেষ্ঠ।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:



ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. জন্মভূমি কাকে বলে?
  ২. রাবণের মৃত্যুর পরে কে লক্ষ্মার রাজা হন?
  ৩. বিভীষণ রামকে কী বলেছিলেন?
  ৪. রামচন্দ্রকে কত বছর বনে থাকতে হয়েছিল?

### ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝা? দেশপ্রেমের প্রয়োজন কেন?
  ২. গ্রামচন্দ্রের বনবাসে ঘাওয়ার কাহিনিটি লেখো।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ এসো দেশকে ভালোবাসি

তুমি কী তোমার দেশকে ভালোবাসো ? কেন ? লেখো :

.....

.....

.....

.....



गुरु

ମା ଆମାଦେର ଜନ୍ମ ଦିଯେଛେନ୍ । ଲାଲନ-ପାଲନ କରେଛେନ୍ । ଅନ୍ୟଦିକେ ଦେଶ ଆମାଦେର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ । ଆଶ୍ରୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଯେ ବଡ଼ କରେ । ତାଇ ଦେଶକେ ମାଯେର ମତୋ ଭାଲୋବାସତେ ହୁଏ । ଆମାଦେର ଶାନ୍ତିଓ ଦେଶକେ ମାଯେର ମତୋ ଭାଲୋବାସତେ ବଳା ହୁଏଛେ । ତାଇ ଦେଶପ୍ରେମ ଆମାଦେର ଧର୍ମର ଅଞ୍ଚ ।

## ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା

ଆମରା ସବସମୟ ମାଯେର ମୁଖେ ହାସି ଫୋଟାତେ ଚେଷ୍ଟା କରି । ଏକସମୟ ଆମାଦେର ଦେଶମାତା ପରାବୀନ ଛିଲ । ତାଇ ଦେଶେର ମାନୁଷ ଅନେକ କଟେ ଛିଲ । ଦେଶମାତାର ମୁଖେ ହାସି ଫୋଟାତେ ଏ ଦେଶେର ମାନୁଷ ମୁଣ୍ଡିଯୁଦ୍ଧ କରେଛିଲ । ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ମାନୁଷ ପ୍ରାଣ ଦିରେଛିଲେନ । ଅନେକ ରକ୍ତ ଓ ସଂଘାମେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଏ ଦେଶ ଆଧୀନ ହେଯେଛେ ।

ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘାଗେ ଦେଶେର ମାନୁଷେର କଟେ ହୟ । ତଥିନ ଆମାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଦେର ପାଶେ ଦାଁଡ଼ାନୋ । ଏତେ ଦେଶମାତାର ମୁଖେ ହାସି ଫୋଟାଟେ । କୋରିଡ ୧୯ ମହାମାରିର ସମୟ ଆମରା ଏକେ ଅପରେର ପାଶେ ଦାଁଡ଼ିଯେଛିଲାମ । ଫଳେ ଅନେକ ଦେଶେର ଚରେ ଆମାଦେର କ୍ଷତି କମ ହେଯେଛେ । ଏଭାବେଇ ଦେଶକେ ଭାଲୋବାସା ଉଚିତ ।

ମାଯେର ମତୋ ଦେଶେରେ ସେବା କରତେ ହବେ । ମାକେ କେଉଁ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖତେ ଚାଯ ନା । ଦେଶକେଓ ଆମରା ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖତେ ଚାଇ ନା । ଦେଶକେ ପରିଷକାର-ପରିଚଳନ ରାଖତେ ହବେ । ଦେଶେର ମାନୁଷ ଭାଲୋ ନା ଥାକଲେ ଦେଶ ଭାଲୋ ଥାକେ ନା । ତାଇ ଦେଶେର ମାନୁଷକେ ଭାଲୋବାସତେ ହବେ । ଦେଶେର ମାନୁଷେର ବିପଦେ ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ହବେ ।

ଦେଶକେ ଭାଲୋଭାବେ ଚାଲାନୋର ଜନ୍ୟ ଆଇନ କରା ହୟ । ଦେଶେର ଆଇନ ଆମାଦେର ମାନତେ ହବେ । ଟ୍ରାଫିକ ସିଗନ୍ୟାଲ ମେନେ ରାତ୍ରା ପାର ହତେ ହବେ । କାଜେ ଫାଁକି ଦିଲେ ଦେଶେର କ୍ଷତି ହୟ । ତାଇ କାଜେ ଫାଁକି ଦେଯା ଉଚିତ ନାହିଁ । ଆମାଦେର ଭାଲୋଭାବେ ପଡ଼ାଶୋନା କରତେ ହବେ । ଦେଶପ୍ରେମିକ ହତେ ହବେ ।

ଏହାବେ ଆମରା ଦେଶକେ ଭାଲୋବାସବ ।



ରାତ୍ରା ପାର ହେଯାର ଜନ୍ୟ କୀ କୀ ବିଷୟ ମେନେ ଚଲତେ ହୟ , ଲେଖୋ:

୧.

୨.

୩.

୪.

୫.

## অনুশীলনী

### ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. দেশপ্রেম আমাদের ----- অঙ্গ।
২. সবসময় ----- মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করি।
৩. দেশের মানুষের ----- সাহায্য করতে হয়।
৪. আমরা দেশকে -----।

### খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. কোভিড ১৯	খাদ্য দেয়।
২. দেশের আইন আমাদের	সম্পদ বাঁচিবে।
৩. দেশকে রাখতে হবে	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।
৪. দেশকে মায়ের মতো	মহামারি।
৫. মিতব্যযী হলে	ধর্মের অঙ্গ।
	ভালোবাসতে হবে।

### গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (/) চিহ্ন দাও:

১. দেশকে কেমন করে ভালোবাসতে হবে?

ক. মায়ের মতো

খ. নিজের মতো

গ. বন্ধুর মতো

ঘ. ভাইরের মতো

২. দেশকে ভালোভাবে চালানোর জন্য কী করা হয়?

ক. কাজ না করা

খ. আইন করা

গ. লেখাপড়া না করা

ঘ. কলকারখানা না করা

৩. মুক্তিযুদ্ধে কত মানুষ প্রাণ দিয়েছিল?

ক. দশ লক্ষ

খ. বিশ লক্ষ

গ. ত্রিশ লক্ষ

ঘ. পঞ্চাশ লক্ষ

৪. কাজে ফাঁকি দিলে কী হয়?

ক. পড়ালেখা ভালো হয়

খ. দেশের ক্ষতি হয়

গ. নিজের উপকার হয়

ঘ. পরিবারের ভালো হয়

**ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:**

১. আমাদের শাস্ত্রে দেশকে কীভাবে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে?
২. দেশের মানুষ বিপদে পড়লে কী করতে হবে?
৩. কীভাবে রাস্তা পার হতে হবে?
৪. দেশকে সুন্দর রাখার জন্য কী করতে হবে?

**ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

১. তুমি দেশকে কেনো মায়ের মতো ভালোবাসবে? ব্যাখ্যা করো।
২. মিতব্যযী হওয়া প্রয়োজন কেন? এজন্য কী কী করতে হবে?

সমাপ্ত

# ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য, তৃতীয় শ্রেণি-হিন্দুধর্ম

জননী-জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ ।



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য